

চন্দ্র খুনে বড় সূত্র পেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭ মেঃ চন্দ্রনাথ রথ কাণ্ডে বড় সূত্র পেল পুলিশ। খুনে ব্যবহৃত বাইকটি উদ্ধার করল পুলিশ। এয়ারপোর্ট আডাইন নং গেটের কাছে আবর্জনা ফেলার জায়গায় মিলল খুনে ব্যবহৃত বাইক। বাইকে নম্বর প্লেটটি ভুয়ো বলে জানা গিয়েছে। এদিকে এই বাইকেরও ইঞ্জিন নম্বর থেকে শুরু করে চ্যাসিস নম্বর মুখে ফেলা হয়েছে। সেই এলাকার আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে আডাই নম্বর গেট থেকে আততায়ীরা অন্য গাড়িতে পালায় বলে অনুমান পুলিশের। রিপোর্ট অনুযায়ী, ৬ মে রাত্তে মধ্যাধ্যমের বাড়িতে ফিরছিলেন শুভেন্দুর আণ্ড-সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। রাত ১০ টা থেকে ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে মধ্যাধ্যমে তাঁর গাড়ি থামিয়ে নির্বিচারে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন চন্দ্রনাথ এবং গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেরা। দ্রুত তাদের উদ্ধার করে মধ্যমগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চন্দ্রনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। তাঁর বুকে ২টি গুলি লেগেছিল। সেগুলি হৃদপিণ্ড ও ফুটেঁটা করে দেয়। আর অপর গুলিটি তাঁর পেটের কাছে লাগে। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে বুদ্ধদেবকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চন্দ্রনাথ রথকে খুনের ঘটনায় একটি চার চাকার গাড়ি এবং ২টি বাইক ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। যে ছোট গাড়িটি এই খুনে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটিকে মধ্যমগ্রামের দেলতলা সাহারা ব্রিজে দেখা গিয়েছিল বিকেল ৩টে ৫৭ মিনিটে। এই ব্রিজটি ঘটনাস্থল থেকে ১ কিলোমিটার দূরেই। জানা গিয়েছে, ছোট নিসান গাড়িটি দিয়ে চন্দ্রনাথের গাড়িটি থামায়। সেই সময় পাশ দিয়ে একটি বাইকে করে আততায়ী চন্দ্রনাথের গাড়ির পাশে পৌঁছে যান এবং পয়েন্ট ব্ল্যাক রেল্জ থেকে পরপর গুলি করে। এরপর ছোট গাড়ির চালক একটি বাইকে চেপে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এদিকে ছোট যে গাড়িটি খুনে ব্যবহৃত হয়েছিল, সেটিকে খুনের রাত্তেই বাজোয়াণ্ড করে পুলিশ। সেই গাড়িটির নম্বরটি ভুয়ো বলে জানা গিয়েছে। তবে এই গাড়ির আগেই কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। এই গাড়ির চ্যাসিস নম্বর সব জায়গা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। এমনকি গাড়ির রেডিওটেরের পাশে যে স্টিকার থাকে, তাও ঘষে দেওয়া হয়েছে। এই আবহে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে যে পেশাদার খুনিরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এই আবহে আজ সকালবেলাই মধ্যাধ্যমের ঘটনাস্থে পৌঁছে যান সিআইডির তদন্তকারীকারীরা।

টাটা-দের ৭৬৫ কোটি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মেঃ টাটারদের ৭৬৫-৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশে স্বগীতবাহু দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সিঙ্গুরে কারখানা না করার জন্য ওই টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাজ্যকে। আট সপ্তাহের মধ্যে এই স্বগীতাদেশে দিল বিচারপতি অনিষ্কর রায়ের বেধে। আট সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে ব্যাক্ গ্যারান্টি জমা দিতে হবে। পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে একটি তিন সদস্যের সালিশি আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, সিঙ্গুরে কারখানা গড়তে না পারার জন্য টাটা মোটরসকে ৭৬৫-৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই মূল টাকার সঙ্গে ২০১১ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে টাকা পাওয়ার দিন পর্যন্ত বার্ষিক ১১ শতাংশ হারে সুদ এবং মামলার খরচ বাদব অন্তরিত্ত্ব ১ কোটি টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ শিল্পায়োন কলকাতা। এই রায়ের বিরুদ্ধে নিগমকাতা হাইকোর্টে তৎকালীন তৃণমূল সরকার আবেদন জানায়। ২০১৬-র ৩১ আগস্ট সপ্তিম কোর্ট সিঙ্গুরে টাটারদের জন্য দেওয়া ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণকে ‘অবৈধ’ বলে ঘোষণা করে। আদালতের নির্দেশে ছিল, ১২ সপ্তাহের মধ্যে কৃষকদের জমি ফেরত দিতে হবে। আদালতের নির্দেশে রাজ সরকার সেই জমি চাষযোগ্য করে কৃষকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করে, যদিও চাষের উপযুক্ত মূল্য বলে অভিযোগ রয়েছে কৃষকদের মধ্যে।

গদি আঁকড়ে মমতা, রাজ্যপাল ভেঙে দিলেন সপ্তদশ বিধানসভা



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মেঃ আর ঠিক দু’দিন পরেই নতুন সরকারের শপথগ্রহণ। কিন্তু, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্তুফা নিয়ে চাপানউতোর কম হয়নি। এখনও ছাডেননি চেয়ার। এদিকে আজই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের শেষ দিন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্তুফা দেননি। এবার ভারতীয় সংবিধাম মেনে আগের সরকার ভেঙে দিলেন রাজ্যপাল রবি নারায়ণ রবি। ভারতীয় সংবিধানের ৭৭৪ নম্বর অনুচ্ছেদের (২) নম্বর দফার (খ) উপ-দফা অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিবৃতি জারি করে সে কথা জানিয়েছেন মুখ্যসচিব দৃশ্যন্ত

নারিয়াল। আগামী দু’দিন রাজ্যের দায়িত্বে রাজ্যপাল। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের ফলে ১৭তম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইতি পড়লো। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ১৮তম বিধানসভা গঠনের পথ পুরোদমে প্রশস্ত হল তা বারার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে আগেও পদত্যাগের প্রসঙ্গ উঠেই রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সাফ বলেছিলেন, “আমরা কিন্তু হারিনি। আমাদের ১০০ সিট লুট করা হয়েছে।” সে কারণেই যে তিনি পদত্যাগ করতে নারাজ তাও সোচ্চারে বলেন। তা নিয়ে রাজনৈতিক আঙিনা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা কম হয়নি। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ব্রিগেডে হবে নতুন

সরকারের শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান। জনতাকে সাক্ষী রেখে পথচালা শুরু করবে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। শনিবার ব্রিগেডে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী-স্বরাস্ত্রীমন্ত্রী। থাকবেন বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির একাধিক মুখ্যমন্ত্রী। শপথ অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে এসপিজি, কলকাতা পুলিশ। ব্রিগেডের বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিধানসভা তো ডাঙল, এবার অধিবেশন বসবে কবে? সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, পরবর্তী মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পরেই নতুন বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হবে। তবে তার আগে রয়েছে এক গুজ্জ প্রথাগত কাজ। **প্রোটেম স্পিকার নিয়োগ।** অধিবেশন শুরুর আগে নবনির্বাচিত বিধায়কদের মধ্য থেকে একজনকে ‘প্রোটেম স্পিকার’ হিসেবে বেছে নেনেন রাজ্যপাল। তাকে শপথ পাঠ করাবেন স্বয়ং রাজ্যপাল অথবা বিধানসভার সচিব। **স্পিকার নির্বাচন।** এরপরই শাসক দল বিজেপির মনোনীত প্রার্থীকে অধ্যক্ষ বা স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত করা হবে এবং তাঁকে শপথ পাঠ করাবেন প্রোটেম স্পিকার। এর পরে যিনি অধ্যক্ষ হবেন তিনি রাজ্যপালকে আমন্ত্রন জানাতে পারে, অথনা নিজে নবনির্বাচিত বিধায়কদের বিধানসভার সদস্য হিসেবে শপথবাকা পাঠ করাবেন। এরপর কাজ শুরু করবে পশ্চিমবঙ্গের অষ্টাদশ বিধানসভা।

‘সরাসরি বিজেপির বুকে গুলি’

শুভেন্দুর আণ্ড সহায়কের মৃত্যুতে রণংদেহি শমীক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মেঃ ভোট মিটলেও রক্তের দাগ মুছল না বাংলায়। এবার খোদ শুভেন্দু অধিকারীরা আণ্ড সহায়কের মৃত্যু নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এই ঘটনায় শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে বড়সড় চক্রান্তের অভিযোগ তুলল বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য সাফ জানালেন, এই হামলা কোনও সাধারণ অপরাধীর কাজ নয়, বরং এর পিছনে রয়েছে গভীর নীল নকশা। শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, যেভাবে গুলি চালানো হয়েছে এবং যে ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট যে এটি সুপরিকল্পিত হামলা। তিনি বলেন, “সরাসরি বিজেপির বুকে গুলি মেরেছে ওরা। দু’দিন পরেই প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসছেন, আর তার আগেই এই কাণ্ড! এটা কি তবে তাঁকেই (প্রধানমন্ত্রীকে) কোনও বার্তা দেওয়ার চেষ্টা?।” তিনি সুর চড়িয়ে তিনি জানান, পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে। বিজেপি মনে করছে এটি ঠান্ডা মাথার পেশাদার অপরাধ। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে ফের একবার সুর চড়িয়েছেন শমীক। তাঁর কথায়, “রাজ্যে বর্তমানে কোনও সংবিধান নেই, চলছে চরম অরাজকতা বা ‘অ্যানার্কি’। মুখ্যমন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, “খোদ মুখ্যমন্ত্রীই সংবিধানের ওপর

প্রশ্নাঙ্কি বসিয়ে দিয়েছেন।” পাশাপাশি বারাসত এবং মধ্যাধ্যাম এলাকাকে অনুপ্রবেশকারীদের ডেরা হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর দাবি, ভারতের যেখানেই অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে, তাদের জাল নথির উৎস থাকে এই অঞ্চলেই। এবারের নির্বাচনের ফলকে শমীক দেখছেন রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার লড়াই হিসেবে। তিনি এই জয়কে ‘ল্যান্ডম্নাইভ জয়’ বলে দাবি করে একে ‘ইলেকশন অফ রিজেকশন’ বা প্রত্যাখ্যানের ভোট বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর অভিযোগ, গত ১৫ বছরে তৃণমূল প্রশাসনকে ধ্বংস করে তাকে রাজনীতিকরণ করেছে। তিনি আরও বলেন, “জিতোছি আমরা, আবার মরছিও আমরা। তিন জন কমী ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছেন। আজ ফল পড়বে, বিজেপির কমীর মৃত্যু হতা।” বিক্ষোভক এই পরিস্থিতিতে বিজেপি কর্মীদের এখনই কোনও পাল্টা উত্তেজনার পা না দিতে অনুরোধ করেছেন শমীক। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বাংলার মানুষ শান্তি চান। তবে শাসকদলের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, “সিংহ স্ববির বলে যদি কেউ পদঘাত করার কথা ভাবে, তবে ভুল ভাবছে।” এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিরোধী দলনেতার ঘনিষ্ঠের এই মৃত্যু নিয়ে কোন পথে হাটবে বিজেপি? সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

১৭৭৭টি নাম নিষ্পত্তির পর ট্রাইব্যুনাল ছেড়ে দিলেন হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মেঃ ট্রাইব্যুনালের কাজে ইন্তুফা দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসআইআরে বাদ যাওয়ার নামের নিষ্পত্তি করছে ট্রাইব্যুনাল। মোট ১৯টি ট্রাইব্যুনাল তৈরি করা হয়েছে, যেগুলির মাধ্যম আছেন প্রাক্তন বিচারপতি বা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিরা। একটি

ট্রাইব্যুনালের মাধ্যম ছিলেন শিবজ্ঞানম। এবার তিনি ইন্তুফা দিলেন। জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েই ট্রাইব্যুনাল ছেড়েছেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। কলকাতা হাইকোর্টে ইন্তুফাপূর পাটিয়েছেন তিনি। পারিবারিক সমস্যার কারণেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা যাচ্ছে। গত ৫ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের কাজ করেছেন তিনি।

মোট ১৭৭৭ জন ভোটারের নিষ্পত্তি করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, যে কয়েকজনের আদালতাবে নিষ্পত্তি করা হয়, সেগুলিও করেছিলেন হাইকোর্টের এই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। আপাতত ট্রাইব্যুনালের কাজ চলছে, তবে ভোটের পর নতুন করে কতজনের নামের নিষ্পত্তি হল, সেই সংখ্যা সামনে আসেনি।

‘ভবানীপুরে না জিতলে ওকে চলে যেতে হত না’

চন্দ্রর মৃত্যু ব্যক্তিগত ক্ষতি বললেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭ মেঃ মধ্যমগ্রামে নিজের ছায়াসঙ্গী, আণ্ডসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে সরাসরি রাজনীতির যোগ খুঁজে পাচ্ছেন রাজ্যের সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বারাসত হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, এই খুনের পিছনে রয়েছে ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করার রাজনৈতিক আক্রোশ। শুভেন্দুর কথায়, “একটি নিষ্পাপ, শিক্ষিত তরুণকে প্রাণ দিতে হল কেবলমাত্র সে বিজেপির নেতা শুভেন্দু অধিকারীর আণ্ডসহায়ক বলে। আর শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছে বলেই এই নৃশংস পরিকল্পনা করা হয়েছে।” চন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে নিজের ‘ব্যক্তিগত ক্ষতি’ বলে অভিহিত করেছেন নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের জয়ী বিজেপি প্রার্থী। তিনি স্পষ্ট জানান, চন্দ্রনাথের কোনও অপরাধের ইতিহাস নেই, এমনকি সে সরাসরি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিল না। ঠান্ডা মাথায় রেইকি করে যেভাবে এই খুন চালানো হয়েছে, তাতে পেশাদার ঘাতকদেরই হাত দেখছেন তিনি। তদন্তকারীদের প্রতি তাঁর জোরালো আবেদন, আইনি পথে এই খুনের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে খুঁজে বার করে ফাসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বুধবার রাতের সেই রক্তক্ষয়ী ঘটনার সময়

চন্দ্রনাথের সঙ্গে গাড়িতে থাকা অন্য এক ব্যক্তিও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। উল্লেখ্য, বারাসত মেডিক্যাল

চার কিলোমিটার দূরে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তবে শুধু আইনি লড়াই নয়, চন্দ্রনাথের পরিবারের প্রতিও নিজের কর্তব্যের কথা জানিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, “চন্দ্রনাথের স্ত্রী ও কন্যাসন্তানকে দেখা এখন আমার



কলেজে বৃহস্পতিবার তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চন্দ্রনাথের দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। গোটা এলাকা জুড়ে এখনও মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুভেন্দু আরও জানান, এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে রাজ্য পুলিশের ডিজির কথা করতে তিনি হাত জোড় করে নির্দেশ দিয়েছেন, “তৃণমূলের প্রতি আপনাদের প্রবল ক্ষোভ থাকতেই

নৈতিক দায়িত্ব। পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে তাঁর বাড়িতে দলের সাংসদ ও বিধায়করা রয়েছেন, আমি নিজেও সেখানে যাব।” তবে নিজের ব্যক্তিগত শোক এবং রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাঝেও এক অদ্ভুত সংঘমের পরিচয় দিয়েছেন শুভেন্দু। দলের উন্নাত কর্মীদের শান্ত করতে তিনি হাত জোড় করে নির্দেশ দিয়েছেন, “তৃণমূলের প্রতি আপনাদের প্রবল ক্ষোভ থাকতেই

করা তৃণমূলের সংস্কৃতি হতে পারে, কিন্তু বিজেপি সেই পথে হাটবে না। কারণ বাড়ির বয়স্ক বা শিশুদের কোনও দোষ নেই। রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে ঘাতকদের জন্য চরম শাস্তির দাবি এবং অন্যদিকে কর্মীদের সংঘত থাকার এই বার্তা- শুভেন্দুর এই দ্বিধিৰ ভূমিকা আদতে আগামী দিনে রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পরিণত মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

বাংলা-সহ ৫ রাজ্য থেকে তুলে নেওয়া হল নির্বাচনী বিধি



স্ববাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ মেঃ সাতসকালে এল বড় খবর। প্রায় এক মাসেরও বেশি সময়ের ভোট পর্ব মিটিয়ে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো আদর্শ আচরণবিধি বা মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট। প্রথাগত ভাবে গতকালই লোকভরনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে ২৯৬ আসনের জরীদের তালিকা অর্থাৎ গেজেট দিয়ে এসেছেন সিইও মনোজ আগারওয়াল। বৃহস্পতিবার ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং বিভিন্ন রাজ্যের উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আজ, ৭ মে থেকেই এই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন। দিল্লির নির্বাচন সদন থেকে আভার সেক্রেটারি প্রফুল্ল অবস্থির স্বাক্ষর করা ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে, ভোটের নির্ধৃত ঘোষণার দিন থেকে যে নিয়ম চালু হয়েছিল, আজ থেকে তার কার্যকরিতা ফুরিয়ে গেল। তবে কি গোটা বাংলা থেকেই বিধি উঠে গেল? এখানেই রয়েছে আসল মোড়। কমিশনের চিঠিতে সাফ জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আচরণবিধি সার্বিকভাবে উঠলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৪৪-ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে এখনই নিয়ম শিথিল হচ্ছে না। সেখানে নতুন করে ভোটগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন, তাই ওই নির্দিষ্ট এলাকায় বিধি বহাল থাকবে। বাংলার পাশাপাশি যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে বিধি তুলে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু, পুডুচেরি। এছাড়াও গুজরাট, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরার যেসব আসনে উপনির্বাচন ছিল, সেখানেও আচরণবিধি আর কার্যকর থাকছে না বলে স্পষ্ট করা হয়েছে। ভোটের বিধি উঠে যাওয়ার অর্থ হল, সরকার এখন থেকে নতুন কোনো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বা উন্নয়নমূলক কাজের ঘোষণা করতে পারবে। প্রশাসনিক রদবদল বা বদলি সংক্রান্ত যে বাধা ছিল, তাও কেটে গেল। সাধারণ মানুষের জন্য এর অর্থ হল, প্রশাসনিক কাজে যে স্ববিরতা তৈরি হয়েছিল, তা এবার কাটবে। কমিশনের এই চিঠি ইতিমধ্যেই ক্যাবিনেট সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সব রাজ্যের মুখ্য সচিব ও মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিকদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলতা বাদ দিলে আজ থেকেই রাজ্যে ফের পুরোদমে চালু হচ্ছে স্বাভাবিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড।

শনিবার ব্রিগেডে বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকবেন মোদি

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৭ মেঃ রাজ্য বিধানসভা ভোটের প্রচারের ময়দান থেকে তিনি কথা দিয়েছিলেন, বাংলায় পরিবর্তনের পর নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকবেন। এবার সেই কথা রাখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ১৪ মার্চ ব্রিগেডের মাঠ থেকেই রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে নির্বাচনী দামামা বাজিয়েছিলেন তিনি। কাকতালীয়ভাবে, সেই ব্রিগেড ময়দানেই শনিবার বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে

পুনরায় আরসিটিসি হেলিপ্যাড থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে তিনি ফিরবেন কলকাতা বিমানবন্দরে। এরপর বিকেল ৩টে ৪০ মিনিটে বিশেষ বিমানে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। উল্লেখ্য, এই সফর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও রাজনৈতিকভাবে এর গুরুত্ব অপরিসীমা। প্রধানমন্ত্রীর ফল প্রকাশের পর থেকে রাজ্যে যে টানটান উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর এই সফর প্রশাসনিক স্তরেও বাড়তি তৎপরতা তৈরি করেছে। গত কয়েক দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে একের পর এক নাটকীয় মোড় এসেছে। একদিকে যেমন শুভেন্দু অধিকারীর



চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে নিরাপত্তার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি অনুযায়ী, আগামী শনিবার সকাল ৮টা বেজে ৫ মিনিট নাগাদ দিল্লির পালম বিমানবন্দর থেকে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তিনি রওনা দেবেন। কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁর নামার কথা সকাল ১০টা বেজে ২৫ মিনিটে। সেখান থেকে আর সেই না করে হেলিকপ্টারে চড়ে তিনি পৌঁছবেন আরসিটিসি হেলিপ্যাডে। এরপর সড়কপথে কাজা নিরাপত্তায় মুড়ে প্রধানমন্ত্রীর সোজা চলে যাবেন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টার এই মেগা অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকবেন। বিজেপি সূত্রে খবর, নতুন সরকারের পথচলার সূচনায় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি কর্মীদের মনোবল অত্রও বাড়িয়ে দেবে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে ১২টা ৩৫ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেড ছাড়বেন।

আণ্ডসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের হত্যাকাণ্ড নিয়ে উত্তাল হয়েছে রাজ্য, অন্যদিকে অখিলেশ যাদবের মতো নেতারা কলকাতায় এসে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে বিশেষরকম অভিযোগ তুলেছেন। এই সবের মধ্যেই ব্রিগেডের মাঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শনিবারের এই মেগা ইভেন্টকে কেন্দ্র করে তিলোত্তমা এখন কার্যত দুর্বৃত্তে দুর্গা। একদিকে যখন বারাসত বা মধ্যমগ্রামে খুনের ঘটনার তদন্তে ঘাম ছুটছে পুলিশের, অন্যদিকে ব্রিগেডের এই ভিত্তিঅস্থিি সমাবেশ সফল করতে অটিচাটি বেঁধে নেমেছে লালাবাজার। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই জয় বাংলার মানুষের জয় এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে উপস্থিত তিলোত্তমা সেই জয়ের মর্যাদা রক্ষা করতে আসছেন। সব মিলিয়ে, শনিবারের সকালটা যে শহর কলকাতার ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায় হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মসজিদে হামলার অভিযোগ, ঘটনাস্থলে বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি



নিজস্ব প্রতিনিধি,বারাসত, ৭ মেঃ বারাসত হাসপাতাল সংলগ্ন একটি মসজিদে হামলার ঘটনার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেন বারাসতের নতুন বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিতেই তিনি সেখানে যান বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই বিধায়ক ঘটনাস্থলে পৌঁছে মসজিদের ইমামের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুকৃত্তীরা মসজিদের গেট ভাঙচুর করে ক্ষতি সাধন করে। ঘটনার পর এলাকাবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হলোও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নেন বিধায়ক। তিনি ইমামকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, মসজিদের গেটের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার সম্পূর্ণ মেরামতির দায়িত্ব তিনি ব্যস্তিগতভাবে নেন।পাশাপাশি শঙ্কর চ্যাটার্জি জানান, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে এবং যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, বারাসতের কোনওভাবেই শান্তি বরলাভ করা হবে না। সম্প্রীতি বজায় রাখাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ জানা যায়।

ছেলের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ চন্দ্রনাথের মা, দোষীদের চাইলেন যাবজ্জীবন



নিজস্ব প্রতিনিধি,পূর্ব মেদিনীপুর, ৭ মে : শুভেন্দু অধিকারীর আওতসহায়ক খুনের ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপির রাজ্যভারতীয় সংসদ রাষ্ট্র সিন্হা। তিনি বলেন, তৃণমূলের রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা উচি়ত। শুভেন্দু অধিকারীর আওতসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় ক্ষোভে হুঁ সছেন পূর্ব মেদিনীপুরের কটপূরি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চন্দ্রনাথের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন প্রতিবেশী ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। গতকাল রাতে গুলিবদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় চন্দ্রনাথ রথের। তিনি শুভেন্দু অধিকারীর আওতসহায়ক ছিলেন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।মৃতের মা হাসিরানি রথ সংবাদমাধ্যমের সামনে আবেগঘন প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, আমি চাই না দোষীদের ফাসি হোক, তবে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক। তিনি আরও অভিযোগ করেন, শাসক দলের কিছু নেতা আগেই বলেছিল ৪ তারিখের পর আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সেটাই তারা প্রমাণ করে দিল। আমার ছেলের যদি দুর্ঘ্যনায় মৃত্যু হতো, এত কষ্ট পেতাম না। মেভাের ওকে কষ্ট দিয়ে মারা হয়েছে, তার বিচার হওয়া উচিত। চন্দ্রনাথের মা আরও বলেন, শুভেন্দু অধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে হারিয়েছেন বলেই প্রতিশোধ হিসেবে আমার ছেলেকে খুন করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে শাসক দলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

চুরি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের গয়না ও নগদ ভরতপুর, ৭ মে : রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের গয়না ও নগদ টাকার ব্যাগ চুরি হয়েছে। বুধবার জেলার চিকসানা থানার অন্তর্গত এলাকার একটি রিসর্টে ঘটনাটি ঘটেছে। পুরো ঘটনাটি সিসি ক্যামেরার ধরা পড়েছে।বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার একটি রিসর্টে অনুষ্ঠিত একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথির ছদ্মবেশে এক যুবক বিয়েবাড়িতে প্রবেশ করে।

যোষণা দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থ ওও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোষণা ভ্রাতৃসরগরের পেশ্পাল ক্রাইম ব্রাঞ্জে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

‘অপারেশন সিঁদুর’ সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বিত শক্তিকেও তুলে ধরেছিলঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ মেঃ ‘অপারেশন সিঁদুর’ অভিযানের বর্ষপূর্তিতে নিজের সৈশ্য্যাল মিডিয়ার প্রোফাইল পিকচার বদলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার পর্দেই দেখা গেল একে একে প্রোফাইলের ছবি বদলে ফেলেছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর থেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা। প্রধানমন্ত্রী মোদি বৃহস্পতিবার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, এক বছর আগে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সময় অতুলনীয় সাহস, নির্ভুলতা এবং দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করেছিল। পহেলগামে নিরীহ ভারতীয়দের ওপর হামলা করার দুঃ সাহসীদের তাঁরা উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল। সমগ্র দেশ আমাদের বাহিনীকে তাদের বীরত্বের জন্য স্যালুট জানায়।প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও জানান, অপারেশন সিঁদুর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় প্রতিক্রিয়া এবং জাতীয় নিরাপত্তা



রক্ষায় এক অটল অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করেছিল। এটি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্ব, প্রস্তুতি এবং সমন্বিত শক্তিকেও তুলে ধরেছিল। একই সঙ্গে, এটি আমাদের বাহিনীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঐক্য মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানানেন, এই অভিযান জাতীয় সংকল্প ও প্রস্তুতির এক শক্তিশালী প্রতীক। বৃহস্পতিবার যে শক্তি এনেছে, তা তুলে ধরেছে।

আজ, এক বছর পরেও, সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করতে এবং এর সহায়ক পরিবেশকে ধ্বংস করার সংকল্পে আমরা আগের মতোই অটল রয়েছি।অন্যদিকে ‘অপারেশন সিঁদুর’ অভিযানের বর্ষপূর্তিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানানেন, এই অভিযান জাতীয় সংকল্প ও প্রস্তুতির এক শক্তিশালী প্রতীক। বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স

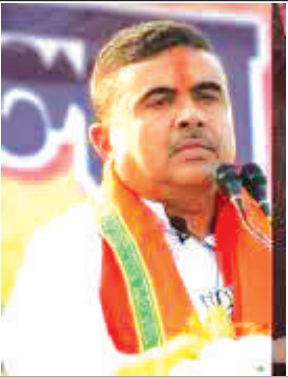
মাধ্যমে জানান, অপারেশন সিঁদুরের বর্ষপূর্তিতে আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানাই, যাদের সাহস ও নিষ্ঠা আজও দেশকে সুরক্ষিত রাখছে। এই অভিযান চলাকালীন তাদের কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়েছিল অতুলনীয় নির্ভুলতা, নিশ্চিহ্ন যৌথতা এবং বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে গভীর সমন্বয়, যা আধুনিক সামরিক অভিযানের জন্য একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। অপারেশন সিঁদুর জাতীয় সংকল্প ও প্রস্তুতির এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা দেখায় যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে সর্বদা প্রস্তুত। এটি আত্মনির্ভরতা অর্জনের পথে ভারতের অবিচল অগ্রগতিরও এক সাক্ষ্য, যা সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সহনশীলতাকেও শক্তিশালী করে।

কান্দিতে তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ

মুর্শিদাবাদ, ৭ মে : মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি উসমান গনির বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠল। উসমানের অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে দুকৃত্তীরা তাঁর বাড়ির ছাদে পরপর দু’টি বোমা ছোড়ো। খবর পেয়ে পুলিশ ওই গ্রামে যায়। এখনও কেউ ধরা পড়েনি।ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ। ডোমকলে গুলিকাণ্ডের পর এ বার কান্দির

পুরন্দরপুরে তৃণমূল নেতা উসমান গনির বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়া। এ প্রসঙ্গে উসমান গনি বলেন, আমি ওই রাতে বাড়িতে ছিলাম না। বরফ মা, স্ত্রী ও ছোটসন্তান ছিলো। তারা অর্ধেক্ত হয়ে পড়েছেন। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কান্দি থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুকৃত্তীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে যদি না হারাতাম, তাহলে চন্দ্রনাথের হত্যা হতো নাঃশুভেন্দু অধিকারী



কলকাতা, ৭ মে : ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে যদি না হারাতাম, তাহলে চন্দ্রনাথের হত্যা হতো না। বৃহস্পতিবার বারাসত হাসপাতাল থেকে বেরোানোর সময়ে এমনই মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বারাসত হাসপাতালে ময়নাতদন্তের আধিকারীর সহায়ক হওয়ার জন্যই ধরা পড়বে বলে খবর সূত্র থেকে

বলেন, ‘ একটি নিষ্পাপ, শিক্ষিত তরুণকে খুন করা হল শুধুমাত্র বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর আওতসহায়ক বলে, আর শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছে বলে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ চন্দ্রনাথের অপরাধের কোনও ইতিহাস নেই। ও সরাসরি রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিল না। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সহায়ক হওয়ার জন্যই ওকে খুন করা হয়েছে।’উল্লেখ্য, বুধবার রাতে চন্দ্রনাথ রথের ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়। মোটরবাইকে চড়ে আসা একদল দুকৃত্তী তাঁর গাড়ি আটকে অতর্কিতে গুলি চালাতে শুরু করে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় চন্দ্রনাথের গাড়ির চালকও গুলিবদ্ধ হয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ দিনে বক্স অফিসে রাজা শিবাজির আয় ৪.২৫ কোটি টাকা

মুম্বই, ৭ মে : রাজা শিবাজি সিনেমাটি বক্স অফিসে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে চলেছে। রিতেশ দেশমুখ অভিনীত এই পিরিয়ড ড্রামাটি হিন্দি এবং মারাঠি উভয় ভাষাতেই মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির ছয় দিনের মধ্যেই সিনেমাটি মারাঠি দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে এবং বেশ কয়েকটি বড় সিনেমার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এটি এখন মারাঠি সিনেমার চতুর্থ সর্বোচ্চ আয়ের সিনেমাতে পরিণত হয়েছে। বুধবার বক্স অফিসে সিনেমাটির মোট আয় ছিল ৪.২৫ কোটি টাকা।বক্স অফিস সূত্রে জানা গেছে, মুক্তির ষষ্ঠ দিনে বুধবার, সিনেমাটি মোট ৪.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এর মধ্যে হিন্দি সংস্করণ থেকে ১.২৫ কোটি এবং মারাঠি সংস্করণ থেকে ৩ কোটি টাকা এসেছে। তবে, পঞ্চম দিনের তুলনায় ষষ্ঠ দিনে আয়ে সামান্য হ্রাস দেখা গেছে। তা সত্ত্বেও, সিনেমাটির মোট



সংগ্রহ ৪৮.৬৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে এবং শীঘ্রই এটি ৫০ কোটির ক্লাবে যোগ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।রাজা শিবাজি বেশ কয়েকটি বড় মারাঠি সিনেমাতে ছাড়িয়ে গেছে। সিনেমাটি ইতিমধ্যে নটসম্রাট, পবনখিন্দ, লাই ভরি, কাস্টিয়ার কলজাত ঘুসলি, ঠাকরে এবং টাইগার মপােসের মতো চলচ্চিত্রগুলির রেকর্ড ভেঙেছে। এই সিনেমাতে অভিনয় করেছেন জেনেলিয়া ডি'সুজা, অভিনেত্রী বচন, বিদ্যা বালান এবং সঞ্জয় দত্ত।

তৃণমূলের রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রত্যাহর করা উচিতঃরাহুল সিনহা

কলকাতা, ৭ মে : শুভেন্দু অধিকারীর আওতসহায়ক খুনের ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপির রাজ্যভারতীয় সংসদ রাষ্ট্র সিন্হা। তিনি বলেন, তৃণমূলের রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা উচি়ত। শুভেন্দু অধিকারীর আওতসহায়ক চন্দ্রনাথকে খুন প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ রাহুল সিনহা বলেন, আমি আগেও বলেছি, তৃণমূলের রাজনৈতিক স্বীকৃতি

প্রত্যাহার করা উচিত। তাঁরা নির্বাচনে হেরেছে, আর এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, তিনি পদত্যাগ করবেন না। যখন তারা দেখল যে কোনও কিছুতেই কাজ হচ্ছে না, তখন তাঁরা শুভেন্দু অধিকারীর পিএ-কে নিশানা করে তাঁকে হত্যা করিয়েছে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে এবং আমি আশা করি এর পেছনের অপরাধী শীঘ্রই ধরা পড়বে বলে খবর সূত্র থেকে

সংজ্ঞের শতবর্ষ ংবামপন্থীরাও পূর্ণ করল এক শতাব্দী!

নাগপুর, ৭ মে :সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ২০২৬ সালটি ভারতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। এর কারণ হলো, পরম্পরা-বিরোধী মতাদর্শের ধ্যানধারণার দুটি সংগঠন- কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআইএম) এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-উভয়েই নিজেদের স্বায়িরের ১০০ বছর পূর্ণ করে। ১০১-তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, প্রবীণ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিনোদ দেশমুখ এই দুই সংগঠনের আদর্শিক ও রাজনৈতিক যাত্রাপথের একটি বিশদ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন।সঙ্ঘ-যা প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই তাঁর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে-এখন একটি সর্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তরেরই ফলস্বরূপ, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবারের মতো সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। এর বিপরীতে, বামপন্থীরা-যারা হিন্দু-বিরোধী অবস্থান বজায় রেখেই নিজেদের শতাব্ধির যাত্রা সম্পন্ন করেছেন-তারাই এখন রাজনৈতিক অবক্ষয়ের শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।কেন্দ্রে তাদের সাম্প্রতিক পরাজয় এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। গত ৫০ বছর ধরে এই দুই সংগঠনকে অত্যন্ত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করে আসা বিমোদ দেশমুখ, এই দুই ভিন্নমুখী যাত্রাপথের নেপথ্যের মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতে বামপন্থার যাত্রা-দেশমুখ উল্লেখ করেন, সঙ্ঘ এবং সিপিআই-উভয়েরই আদর্শগত ভিত্তি ১৯২০ সালের কাছাকাছি সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সংঘটিত রুশ বিপ্লব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, ১৯২০ সালে রাশিয়ার তাসমখ্‌ত এম এন রায় ভারতীয় কমিউনিস্ট মতাদর্শের সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে, ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের কানপুরে এসে দি ঘাটে, শ্রীপাদ আনুভাদে, মুজাফফর আহমেদ এবং তাঁদের সহযোগীরা



ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার পর, ১৯৫৭ সালে ই এম এস. নান্দুদিরিপান্দে নেতৃত্বে কেন্দ্রে প্রথম কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। এরপর পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বে একটি বামপন্থী সরকার ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল। দ্বিপুত্রাভ্যে বামপন্থীরা ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এবং পুনরায় ১৯৯৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল। তবে ভারতের মতো বিশাল একটি দেশে, এক শতাব্দীর দীর্ঘ পরিক্রমায়ও বামপন্থী মতাদর্শ এই তিনটি রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে প্রসারিত হতে ব্যর্থ হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের শাসনের অবসান ঘটিয়েছে।ত্রিপুরায় তারা বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছে আর এখন কলিকাতা-এর ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছে।সংজ্ঞের শতাব্দীর শতবর্ষে পদাধিপের এই সন্ধিক্ষণে, বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রভাব এবং জনসমর্থন-উভয়ই যেন ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছে।সংজ্ঞের উত্থান-কমিউনিস্ট পার্টির মতোই, সংজ্ঞেরও বীজ রোপিত হয়েছিল।১৯২০ সালের কাছাকাছি সময়ে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালীন, ডঃ

কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার উর্দি পরিহিত স্বয়ংসেবকদের একটি দল নিয়ে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালিয়েছিলেন। পরবর্তীতে, ১৯২৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, তিনি নাগপুরে তাঁর নিজ বাড়িবাড়িতে ‘স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ’ (আরএসএস) প্রতিষ্ঠা করেন।দেশত্বের মতে, সঙ্ঘ এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি হলো-সঙ্ঘ এমন একটি সংগঠন যা সামাজ্যসেবা ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রতি নিবেদিত পক্ষান্তরে, কমিউনিস্ট মতাদর্শ শেষ পর্যন্ত কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সম্ভবত ঠিক এই কারণেই প্রচণ্ড বিরোধিতা ও বিরূপ প্রচার সত্ত্বেও-মানুষ ক্রমাগত সংজ্ঞের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে আর এখন কমিউনিস্ট আন্দোলনগুলো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।প্রতিভালগ্ন থেকে তিন-তিনবার নিয়োধ্যাক্তার সম্মুখীন হওয়া এবং তীর রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পাা সত্ত্বেও, সঙ্ঘ নিজস্ব নিষ্পত্তি সেবামূলক কাজ অব্যাহত রেখেছে-যার চালিকাশক্তি ছিল ঢেরেই-ঢেরেই (অবিরাম হামলের দিকে এগিয়ে চলা) নীতি। এমনকি আজও, মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্ঘকে জড়িয়ে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা চালানো হয় তথাপি, এই সমস্ত অপপ্রকাশ সত্ত্বেও, সঙ্ঘ দেশের প্রতি তার

অপারেশন সিঁদুর সর্বদা শত্রুদের ভারতের শক্তির কথা মনে করিয়ে দেবেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ মেঃজম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার পরবর্তী অধ্যায়ে পাক ভূখণ্ডে যে সিঁদুর অভিযান চালানো হয়েছিল, বৃহস্পতিবার সেই অভিযানের এক বছর পূর্ণ হল। সিঁদুর অভিযানের বর্ষপূর্তিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে অমিত শাহ জানান, অপারেশন সিঁদুর ভারতের একটি যুগান্তকারী অভিযান। যা আমাদের শত্রুদের সশস্ত্র বাহিনীর অব্যর্থ আঘাত হানার ক্ষমতার কথা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেবে। ইতিহাস এই নিয়মটিকে স্মরণ করবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সুনির্দিষ্ট আঘাত হানার ক্ষমতা, আমাদের এজেন্সিগুলির নিখুঁত গোয়েন্দা তথ্য এবং দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির একযোগে জেগে ওঠার দিন হিসেবে,



যা পহেলগামে আমাদের নাগরিকদের উপর অশুভ ছায়া ফেলার দুঃসাহস দেখানো সীমান্তের ওপর থেকে আসা সন্ত্রাসের প্রতিটি চিকানাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই দিনটি আমাদের শত্রুদের কাছে এই ভয়ঙ্কর বার্তা পৌঁছে দিতে থাকবে যে, তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তারা পালাতে পারবে না। তারা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এবং আমাদের গোলাবর্ষণের প্রচণ্ড ক্রোধের আওতায় রয়েছে,

রাজ্যে সরকার বদলেছে, কিন্তু পরিস্থিতি বদলায়নি মন্তব্য অধীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি,বহরমপুর, ৭ মে : বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর আওতসহায়ককে গুলি করে হত্যার ঘটনার নিশ্চা করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, রাজ্যে সরকার বদলেছে, কিন্তু পরিস্থিতি বদলায়নি। বৃহস্পতিবার বহরমপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অধীর বলেন, বাংলার আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা দেখুন। এখানে গুণ্ডামি নতুন কিছু নয় এবং নির্বাচনের পরে মানুষ শান্তির আশা করেছিল, কিন্তু

রক্তপাত চলছেই।অধীর বলেন, ক্ষমতায় আসা সরকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত, কারণ আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে বাংলা হবে ভয়মুক্ত। অথচ বিজেপি নেতার ব্যক্তিগত সহকারীকে গুলি করার মতো ঘটনা প্রমাণ করে যে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। সরকারের উচিত দায় এড়ানো নয় বরং অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করা। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাকে ভয়মুক্ত করতেই হবে।

শুক্রবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উৎকণ্ঠায় পরীক্ষার্থীরা



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ মে : চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল শুক্রবার, ৮ মে প্রকাশিত হবে। সকাল সাড়ে ৯টায় সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করবেন মধ্যা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, দশটা পনেরো থেকে ওয়েবসাইটে রেজাল্ট দেখতে পারবে পরীক্ষার্থীরা।পর্ষদ জানিয়েছে, www.wbbseddata.com, www.wbbsc.wb.gov.in, www.iResults.in এই ওয়েবসাইটগুলিতে রেজাল্ট দেখা যাবে। এরপর পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৮-৪ দিনের মাধ্যম প্রকাশিত হতে চলেছে মাধ্যমিকের ফল। চলতি বছরের ২ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরীক্ষা চলে। ৯ লক্ষ ৭১ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছিল। পরীক্ষার ফল ঘোষণার আগে এই মুহূর্তে উৎকণ্ঠায় পরীক্ষার্থীরা।

মমতার সঙ্গে দেখা করতে কালীঘাটে অখিলেশ, বিঁধলেন বিজেপিকে

কলকাতা, ৭ মে : তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় এলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। বৃহস্পতিবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সোজা কালীঘাটে মমতার বাড়িতে পৌঁছন অখিলেশ। বিমানবন্দরে অখিলেশের পাশেই ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন।বিজেপিকে আক্রমণ করে অখিলেশ এদিন বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গণভঙ্গ ধ্বংস করার একটা উপায় বের করা হয়েছে। সম্ভবত বিজেপির মতো গণতন্ত্রের এত ক্ষতি আর কেউ করেনি। তারা কোনও নারীর উত্থান কখনোই দেখতে পারেন না। এখানে ভোটগ্রহণ হয়েছে বটে, কিন্তু মানুষ নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং চাপের মুখে বেশি ভোট দিয়েছে।অখিলেশ আরও বলেন, প্রিয়জনকে হারানো, রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে আচরণ, তৃণমূলের দরীয় কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া এবং নিরপেক্ষদের কর্মীদের প্রতি এই ধরনের আচরণ, এর দায় কার? এই নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব কে নিল? নির্বাচন কমিশন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? তাঁরা বলেছিলেন যে তাঁরা লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়েছেন, আমি শুনেছি ও লক্ষেরও বেশি। এখানে ৬ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছিল এবং একটি সমান্তরাল কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল।

তারকা সন্তান হওয়ার চাপ নিয়ে মুখ খুললেন জুনাইদ খান

মুম্বই, ৭ মেঃসুপারস্টার আমির খানের ছেলে জুনাইদ খান সম্প্রতি তারকা সন্তান হওয়ার চাপ নিয়ে মুখ খুলেছেন। সাই পল্লবীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জুনাইদ বলেন যে, আমির খানের ছেলে পরিচয়টি সবসময় তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। তিনি স্বীকার করেন যে, তার বাবা কর্মজীবনে যা অর্জন করেছেন, তার সামান্য অংশ অর্জন করতেও তার সারাজীবন লেগে যাবে।জুনাইদ বলেছেন, এই ছায়াটি সবসময় থাকবে। এটা ইতিবাচকও নয়, নেতিবাচকও নয়। বাবা ৩৫ বছর ধরে তারকা, এবং আমি তার সন্তান হিসেবে গিগাটা করছি না। আমি যতই ভালো কাজ করি না কেন, মানুষ আমাকে আমির খানের ছেলেই বলবে। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, তিনি কেবল সেইসব প্রজেক্ট করতে চান যা তিনি উপভোগ করেন এবং যেখানে কাজের পরিবেশ ভালো। আমির খানও অনেকবার তার ছেলের প্রশংসা করে বলেছেন যে, জুনাইদ ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে এবং কাজের জন্য কখনও তার বাবার উপর নির্ভর করেনি।উল্লেখ্য, জুনাইদ খান ২০২৪ সালে মহারাজ সিনেমার মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন, যা দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা লাভ করে। এরপর তিনি খুশি কাপুরের সঙ্গে লাভইয়াপা সিনেমাতে অভিনয় করেন, যদিও সিনেমাটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়েছিল।

কানপুরে খালে পড়লো বাস, উদ্ধার ২০ জন শ্রমিক কানপুর, ৭ মে : উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলায় একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যায়।ওই বাসটি করে শ্রমিকরা যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার জেলার বিধান ভবন অন্তর্গত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। বাসে থাকা ২০ জন শ্রমিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।এক পুলিশ অধিকারিক জানিয়েছেন, বাসটি ঘটানমপুরের কুদনি থেকে রানিবার একটি কারখানায় শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছিল। বিধান থানার অন্তর্গত এলাকার খালের কাছে পৌঁছানোর পর বাসটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাসের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা

রাশিফল

মেসঃআজকের দিন মেঘ রাশির জন্য উর্কবর্তার প্রতীক। আজকের দিনে আপনার কথাবার্তায় এক নতুন এনার্জি অনুভব করবে। এই দিনটা আপনার জন্য শান্তিপূর্ণ আর পজিটিভ অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। বৃঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তালকেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব। মনে রাখবেন এক সুস্থ শরীরে সর্বদা এক সুস্থ মন থাকে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে প্রভাব ফেলবেন। উৎস সৃষ্টি হবে। শুভ দিন হতে পারে মিথুনঃআজকের দিনটা। মিশ্র অভিজ্ঞতায় ভরা থাকবে, বিশেষ করে সার্বিক জীবনের দিক থেকে। আজ কিছু ঝামেলা ও অশান্তির মোহামুখি হতে হতে পারে, যা মানসিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলবে। **কর্কট রাশি** : আজকের দিনটা। কন্ট রাশির জন্য খুবই পজিটিভ আর উসাহচরক হবে। আজ আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের দিকে বিশেষ নজর দেবেন। আজ আপনার স্বতঃস্ফূর্ততা আর মনস্তা অন্যদের আপনার দিকে আকর্ষিত করবে। আপনার সম্পর্কগুলিতে আজ আগেে আর মিষ্টতা, সঙ্গে বোঝাপড়া থাকবে।

সিংহ: আজকের দিনটা সিংহের জন্য দারুণ যাবে। আপনার এনার্জি আর আত্মবিশ্বাস চারপাশের মানুষদের কাছে স্পষ্ট হবে। আপনার ব্যক্তিত্বের জাদুতে পরিশেষটা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিতে আপনার অংশগ্রহণ সঙ্গীতগুলােকে আরও মজবুত করবে আর নতুন বন্ধু বানানোর ভাল সুযোগ এনে দেবে। শুভদিন কন্যাঃ চাপ মুক্ত হবে। আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব করবেন। **বৃশ্চিক**ঃ আপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ তাক্ষণিকভাবে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ভাল স্বাস্থ্য উপভোগে আপনার প্রতিবন্ধকতা আছে। শুভদিন হবে **ধনু** : আজ ধনু জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটা খুবই বিশেষ হবে। আপনার জীবনের মানে উন্নতি দেখা যাবে আর চারপাশে পজিটিভিটি অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ হবে আজ। **মকর**ঃ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবেন না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছাড়বেন না যে ভাগ্যবোধী অলস বলে তা আপনার কোনোদিন হবে না। সন্তান হতে পারে আজ। **কুন্ত**ঃআজ কুন্তের জন্য দিনটা একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই সময়টা তেমাির হিতেরে শক্তি আর রিসোর্সগুলো আবার যাচাই করার সুযোগ দিচ্ছে। প্রেম আসতে পারে। **মীন**ঃতাপ্রাপ্ত মনোভাব উপেক্ষা করা উচিত কারণ এটি শুধু যে আপনার সম্ভাবনা হ্রাস করবে তাই নয়, তার পাশাপাশি শারীরিক সমন্বয়কেও নষ্ট করবে। প্রেম আসতে পারে। আবার ভাল হবে

আবহাওয়া

কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শুরু হয় ঝামঝমিয়ে বৃষ্টি। উত্তর ২৪ পরগণাে একাধিক জায়গাতেই হয় বৃষ্টি। আবার বিভিন্ন জেলার আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে আগামী রবিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় পূর্বভাগ দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গেও শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সপ্তাহের শুরু থেকে ধীরে ধীরে বাড়বে তাপমাত্রা, সঙ্গে বাড়বে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। বৃহস্পতিবার সকালের বৃষ্টিতে অবশ্য ঝামকাতর। স্বস্তি মিলেছে এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৮ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানায়।

জোয়ার-সকাল

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪৩মিনিট)।**ভাট**-বেলা ০৬টা ৫১মিনিট এবং রাত ০২টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউষা সকাল ৫টা ১০মিনিট হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০১মিনিটে হতে পারে।

তৃণমূল ছাড়লেন সুজয় চক্রবর্তী, শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৭ মে : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ক্রমশ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। ফল প্রকাশের মাত্র তিন দিনের মধ্যেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন একের পর এক নেতা। এবার দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল ছাড়ার কথা জানান তিনি। যদিও কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছেন না বলেও স্পষ্ট করেছেন সুজয়বাবু। তাঁর কথায়, এখন তিনি সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসা পেশায় মন দিতে চান। উল্লেখ্য, গত বছরের অক্টোবর মাসেই প্রশাসনিক কাজে বাধা এবং অসন্তোষের কথা জানিয়ে মুখ্য প্রশাসকের দপ থেকে ইস্তফা দিচ্ছিলেন সুজয় চক্রবর্তী। সেই সময় থেকেই তিনি সক্রিয়ভাবে দলীয় কাজে যুক্ত ছিলেন না বলে জানিয়েছেন। তবে এবারের নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে দাবি তাঁর। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুজয়বাবু বলেন, “প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগ করার পর থেকেই আমি দলের কাজ আর সেভাবে দিচ্ছিলাম না। আমি যেহেতু পুরসভার দায়িত্ব সামলাবার জন্য অফিসিয়ালি তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলাম। তাই আজ আমি অফিসিয়ালি দলত্যাগের কথা জানিয়ে দিলাম।” আরও বলেন, অযভাবে ভোট মিলতে না মিলতেই বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারির আশু সহায়ককে খুন করা হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে রাজ্যে একটা নরোজ্য তৈরি হয়েছে। রাজ্যের গায়ে কালি পড়ছে তাই আমি দলত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি।” এদিন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, হাওড়ার মানুষের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দায়িত্ব পাওয়ার পর কাজ করতে গেলো বারবার বাধার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। সুজয়বাবুর অভিযোগ, তভেচ্ছলাম হাওড়ার মানুষের জন্য কিছু কাজ করবো। সে কারণেই দলে যোগ দিয়েছিলাম। দল আমাকে হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন কাজ করতে চাইছিলাম তখন দেখ লাম দলের শীর্ষ নেতৃত্বই আমাকে কাজ করতে দিচ্ছেন না। তাই ভোটার অনেক অসহ্যে মুখ্য প্রশাসকের দায়িত্ব ছেড়েছি। এবার দলত্যাগ করলাম।দ রাজ্যে তৃণমূল সরকারের পতনের পর দলের অন্দরে যে চাপা অসন্তোষের ধীরে ধীরে সামনে আসছে, সুজয় চক্রবর্তীর দলত্যাগ সেই পরিস্থিতিকেই আরও স্পষ্ট করে দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিশেষ করে দলের প্রাক্তন প্রশাসনিক মুখের এই বিক্ষোভক মন্তব্য নতুন করে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে তৃণমূল নেতৃত্বকে।

তৃণমূলের দলীয় অফিস, পৌরসভার বিজেপির পতাকা খুলে দিলো বিজেপির মন্ডল নেতৃত্ব

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৭ মে : রাজ্যে ভোট গণনা পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যের সাথে জয়নগরে ও তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিস ভাঙচুরের দলীয় পতাকা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসে লাগিয়ে দেওয়া,শহীদ বন্দীতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা খুলে বিজেপির পতাকা লাগানো, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার গেট, হরিনারায়ণপুর, মাহায়া উড়ি সহ একাধিক পঞ্চায়েতের গেটে তারা বুলিয়ে বিজেপির দলীয় পতাকা লাগিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বেঁড়ে চলেছে। আর ক্রমশঃআন এই ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে সদ্য ক্ষমতায় আসা বিজেপি শিবির।বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই সব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলার পরে ও এই জাতীয় ঘটনা ঘটে চলেছে। আর তাই বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতির নির্দেশ মেনে জয়নগর তিন নং মন্ডলের কর্মীরা জয়নগর মজিলপুর পৌা এলাকায় ঘটে যাওয়া কাজ গুলোর নিষাদ পাশাপাশি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন তারা। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিস তাদের ফিরিয়ে দেন, পৌরসভার গেট থেকে বিজেপির দলীয় পতাকা খুলে নেন। জয়নগর থানার মোড়ে তৃণমূলের শহীদ বন্দীতে পুনরায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেন। এ্যাপার্নে জয়নগর তিন নং মন্ডলের কার্যক্রম সম্পাদক কৌশিক মোদক বলেন,আমরা ক্ষমতায় এসেছি খুব ভালো লাগছে। তবে তার জন্য আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিস দখল, ভাঙচুর, পৌরসভায় দলীয় পতাকা লাগানোর মতন কাজ করবো না। তাহলে ওদের সাথে আমাদের তফাত কি থাকবে। এটা বিজেপির কাল্যার নয়। যারা আচমকা ভোটের ফলাফল বের হওয়ার পর নিজদেশেরকে বিজেপি কর্মী সমর্থক ভাবতে শুরু করেছে তারাই এই কাজ করেছে। এর সাথে আমরা কোনো ভাবেই যুক্ত নয়। তাই আমরা পৌরসবাসীদের কাজে শান্তির আবেদন করছি। আমরা ইতিমধ্যে পূর্বের জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে দিচ্ছি এর সাথে আমাদের দলের কোনো যোগ নেই।

চিংড়িঘাটায় শুরু হচ্ছে মেট্রোর লাইন জোড়ার কাজ, গতি পেতে চলেছে কলকাতার মেট্রো প্রকল্প

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ মে : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে কলকাতার মেট্রো পরিবেশায়। বহুদিন ধরে জটিলতা, প্রশাসনিক টানাপোড়েন এবং আদালতের মামলার আটকে থাকা চিংড়িঘাটার মেট্রো লাইন জোড়ার কাজ অবশেষে শুরু হতে চলেছে আগামী সপ্তাহে। শহরের যানজট সমস্যার কথা মাথায় রেখে কলকাতা পুলিশ যান নিয়ন্ত্রণে সম্মতি দেওয়ারা এবার কাজে হাত দিতে চলেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সব ঠিক থাকলে আগামী ১৫ মে থেকে শুরু হবে গুরুত্বপূর্ণ এই সংযোগের কাজ। এর ফলে ভবিষ্যতে নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো সংযোগ বাস্তবায়নের পথ অনেকটাই মসৃণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, চিংড়িঘাটার প্রায় ৩৬৬ মিটার অংশে লাইন জোড়ার কাজ করা হবে। এই কাজের জন্য ইএম বাইপাসে আংশিক যান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা হওয়ায় এতদিন সেই অনুমতি দিচ্ছিল না কলকাতা পুলিশ। সারা বছরই এই রাস্তায় যানবাহনের চাপ থাকে। ফলে যান নিয়ন্ত্রণ করলে শহরের একাধিক এলাকায় বাণ্যক যানজটের আশঙ্কা ছিল। তবে ভোটের শেষ হওয়ায় পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হয়েছে। ইতিমধ্যেই মে মাসের দুটি উইকএন্ডে যান নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ থেকে ১৮ মে এবং ২২ থেকে ২৪ মে পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় ধরে ঢলবে এই কাজ। এই সময় বাইপাসের কিছু অংশে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হতে পারে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হওয়ায় এবার কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এতদিন রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবেই কলকাতার একাধিক মেট্রো প্রকল্পের কাজ থমকে ছিল বলে মত রেলমন্ত্রকের একাংশের আধিকারিকদের।

হগ মার্কেটে বুলডোজার তাণ্ডব নিয়ে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা, পুলিশের ভূমিকায় একাধিক প্রশ্ন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ মে : নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর হগ মার্কেটে বুলডোজার দিয়ে ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। মামলাকারীর অভিযোগ, কয়েকজন পুলিশ অধিকারিকের উপস্থিতিতেই নিউ মার্কেট সংলগ্ন হগ মার্কেট এলাকায় ভাঙচুর চালানো হয়। শুধু তাই নয়, ওই ঘটনায় পুলিশের নিক্তিয় ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে উঠেছে। সর্বশেষ পুলিশ অধিকারিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবিতে আদালতের দায়ত্ব হয়েছেন মামলাকারী। শুক্রবার এই মামলার শুণালি হতে পারে বলে সূত্রের খবর। প্রায় দেড় দশক পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবেহ ফেট গণনার দিন তার থেকেই উবেজনা ছড়াতে শুরু করে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায়। অভিযোগ, গভীর রাতে নিউ মার্কেট এলাকায় বিজেপির পতাকা হাতে একদল যুবক হগ মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় হকারদের অস্থায়ী কাঠামো ভাঙচুর করে। পাশাপাশি তৃণমূলের পার্টি অফিসেও হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছলেও তাদের



পুলিশ কর্মিশার অজয় নন্দা স্পষ্ট জানিয়েছেন, শহরে জেসিবি নিয়ে কোনও মিছিল করা যাবে না। এমনকি রাই এই ধরনের যন্ত্র ভাড়া দিলেও, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায়। পাশাপাশি বিজয় মিছিলের ক্ষেত্রেও আগাম অনুমতি বাধ্যতামূলক বলে জানানো হয়েছে। তবে এত কড়াকড়ির পরও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে ভোট-পরবর্তী আশাভি ও ভাঙচুরের অভিযোগ সামনে আসছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, পরিস্থিতি সামলা দিতে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। এবার আদালত এই ঘটনায় কী নির্দেশ দেয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

খুন, বোমাবাজি, গুলি; ভোটের ফল প্রকাশের পর উত্তপ্ত উত্তর ২৪ পরগনা, অতঙ্কে সাধারণ মানুষ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭ মে : বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। সেই আবহেই বুধবার রাতে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক এলাকা। মধ্যপ্রাচ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আওসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন। তার মধ্যেই পানিহাটিতে পরপর বোমাবাজি এবং বসিরহাট বিজেপি কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে জেলাজুড়ে। ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বেশ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে। বুধবার গভীর রাতে পানিহাটির ২ নম্বর ওয়ার্ডে আচমকাই দক্ষুতী তাণ্ডবের ঘটনা ঘটা। স্থানীয় সূত্রে খবর, পরপর তিনটি বোমা ছোড়া হয় এলাকায়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বিক্ষোণের জেরে কমপক্ষে ছয় থেকে সাতজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলেও স্থানীয়দের দাবি। ঘটনার পর গোটা এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। বহু মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। আতঙ্কে রাতভর অনেকেই ঘুমোতে পারেননি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়হু থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় টেক্সিয়ার বাড়ানো হয়। পাশাপাশি আশান্তি মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কারা এই বোমাবাজির সঙ্গে জড়িত এবং এর পিছনে রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যদিও ঘটনার পর থেকেই এলাকায় থমথম পরিষ্িতি রিজ কাজে। অন্যদিকে একই রাতে বসিরহাট মহকুমাত্তেও উত্তেজনা ছড়ায় দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে। বসিরহাট থানার অন্তর্গত গোটা৳ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজীব কলোনি এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা দলীয় পতাকা লাগাতে গেলে বাধার মুখে পড়েন বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রের দাবি, এলাকায়

কালীঘাটে মমতার দুয়ারে অখিলেশ ! ‘আপনি হারেননি’, মমতাকে বড় বার্তা সপা নেতার !

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ মে : বাংলায় গেরুয়া ঝড়ের রেশ কটিতে না নির্বাচিত উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। উত্তরপ্রদেশ থেকে সোজা কলকাতায় ডব্বা ড়ে এলেন সমাজবাদী পার্টি সূত্রিমো অধি লেশ যাদব। বৃহস্পতিবার বিকেলেই তিনি পৌঁছে জড়িয়ে পড়েন অসহ্য কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে। সেখানে তৃণমূ ল নেত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ কেবল সোজনা বিনিময় নয়, বরং লোকসভা পরবর্তী ‘ইন্ডিয়া’ জোটের সলতে পাকানোর এক বড় ইঙ্গিত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিকেলে কালীঘাটের গলিতে অধিনায়কের কনভয় ঢুকতেই দেখা গেল এক বিরল ছবি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে অখিলেশকে অভ্যর্থনা জানান হয়ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গাড়ি থেকে নেমেই অভিষেককে বুকে জড়িয়ে ধরেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। অভিষেকের পিঠি চাপড়ে অখিলেশ বলেন, ‘আপনারা খুব ভাল লড়াই করেছেন।’ এরপর বাড়ির অন্দরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা মাত্রই তাঁর গায়ে উত্তরী ও শাল জড়িয়ে সম্মান জানান অখিলেশ। তৃণমূল নেত্রীর লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘আপনি হারেননি!’ গণনা কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের। মমতা-অখিলেশ বৈঠক যখন ঘরোয়া মেজাজে চলেছে, তার আগের দিনই



অখিলেশ ও মমতার এই সাক্ষাৎ রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশের ফেরার লড়াই এবং বাংলায় মমতার দাপট, এই দুই শক্তি মিলে যে আগামী দিনে দিল্লির গদিতে পরাজয়ের অস্তিত্ব বাড়াবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অখিলেশ মমতাকে ‘আপনি হারেননি’ বলে যে বার্তা দিলেন, তা আদ্যতে দিগোষী জোটের জয়ের মন্ত্র হিসেবেই দেখাছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এখন দেখার, কালীঘাটের এই চা-চকু থেকে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে কোনও নতুন মোড় আসে কি না। তবে অভিষেক যে সুর বেঁধে দিয়েছেন, তাতে গণনা নিয়ে তরজা যে এখনই থামছে না, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব-ও সম্প্রতি জানিয়েছেন, কলকাতার মেট্রো সম্প্রসারণে প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে আরেঞ্জ লাইনের চিংড়িঘাটা অংশে জমি এবং নির্মাণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে কাজ আটকে ছিল দীর্ঘদিন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই জট কাটতে শুরু করেছে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। শুধু আরেঞ্জ লাইন নয়, শহরের আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো প্রকল্প নতুন করে গতি পেতে চলেছে বলেও জানা যাচ্ছে। বিশেষ করে পার্পল লাইন বা জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্প নিয়ে আশাবাদী মেট্রো

কর্তৃপক্ষ। এসপ্ল্যানেডের কাছে বি.সি. রায় মার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ীদের জায়গা না ছাড়ার কারণে দীর্ঘদিন ধরে কাজ আটকে ছিল। তবে সেই সমস্যারও সমাধান হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলছে। বর্তমানে জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু রয়েছে। ভবিষ্যতে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এই লাইন চালু হলে বেহালা ও দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার লক্ষাধিক মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ হবে। এছাড়াও ইয়েলো লাইন বা নোয়াপাড়া-বারাসাৎ মেট্রো প্রকল্পেও নতুন গতি আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে মাইকেল নগর পর্যন্ত কাজ এগোচ্ছে। পরবর্তীতে বারাসাৎ পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ মেট্রো সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অর্থাভাব বা প্রশাসনিক জটিলতায় আটকে থাকা আরও কয়েকটি রেল ও মেট্রো প্রকল্পও এবার দ্রুত বাস্তবায়িত হতে পারে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। সব মিলিয়ে, শহরের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করতে এবার বড়সড় পরিবর্তনের পথে কলকাতা। চিংড়িঘাটার কাজ শুরু হওয়াকে সেই পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছে ওয়ালিকবহাল মহল।

ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় রণক্ষেত্র হাওড়ার শিবপুরের চড়াবস্তি এলাকা

দূরস্বভাবা, সুমন আদক, হাওড়া, শিবপুর, ৭ মে : ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা অব্যাহত হাওড়ায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর ঘটনা ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় মধ্য হাওড়ার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের শিবপুর চড়াবস্তি এলাকা। বিজেপির তরফ থেকে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর অভিযোগ তোলা হয় তৃণমূল আশ্রিত দক্ষুতীদের বিরুদ্ধে। বিজেপির অভিযোগ, বিনানসভা ভোটের পর এলাকায় ভয় প্রদর্শন করতে শিবপুরের ‘ব্রাদস’ প্রাক্তন কাউন্সিলরের স্বামীর নেতৃত্বে ওই হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বিজেপি সংখ্যালঘু কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমাবাজি ও গুলি চালানো হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনাস্থলে চলে ইট বৃষ্টি এবং বোতল ছোড়াহুঁড়ি। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। চারদিকে ইট ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই ঘটনায় দুই বিজেপি কর্মী আহত হয়। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত দক্ষুতীরা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ শুল্ক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। দেষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন বিকেলে শিবপুর থানায় বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকেরা পৌঁছায় পুলিশ। এই ঘটনায় মোট ৩ জনকে আটক করে। তবে, মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে শংকর সাধুর্গ বলেন, ‘যখন বারবার শাস্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হচ্ছে সেই সময়ে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর নেতৃত্বে গুন্ডারা আজ এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমাদের কর্মীদের উপর বোমাবাজি এবং লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। আমাদের কর্মী পারের সামনে বোমা পড়ে জখম হন। মতক্ষণ না মূল অভিযুক্ত ত্রেফতার হবে ততক্ষণ শিবপুর থানা সামনে আমরা আদোলন চালিয়ে যাব। বিজেপি সরকারের সময় এমন ঘটনা আমরা বরাদ্দ করব না। এখানকার মাইনরিটি বেশি এর কর্মীরা ভোটে বিজেপির হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলেন। সেই কারণেই তাঁদের উপর এদিন হামলা হয়। শিবপুর চড়াবস্তি এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করেছি।’ এদিকে, হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এই বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেনি।

কাদিতে তৃণমূল যুবনেতার বাড়িতে বোমা দুরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কাদি, ৭ মে : তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগে শেরগোল কাদিতে। বুধবার রাতের অন্ধকারে কাদি ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি উসমান গনির বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করার অভিযোগ। উসমানের স্ত্রী রিয়া দত্ত গনি আবার কাদি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষও বটে। ঘটনায় কাদি থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়েছে। সূত্রের খবর, রাতে তিনি যখন পুরদপুর হাটতলা এলাকার বাড়িতে ছিলেন সেই সময়ই তাঁর বাড়িতে আছড়ে পড়ে বোমা। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা। চাঞ্চল্য রাজনৈতিক আন্তোষিত্তেও। অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাতেও নেমেছে পুলিশ। ঘটনায় রাজনৈতিক যোগ আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দুর্দিন বৃষ্টি হবে জলমগ্ন হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কাদি, ৭ মে : হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জমার সমস্যা দীর্ঘদিনের। সামান্য বৃষ্টি হলেই উত্তর হাওড়ার বড় অংশে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। দুর্দিন আগেই ঝবল বৃষ্টি দিয়েছে। তাতেই জল জমে গিয়েছে লিঙ্গুয়ার মীরপাড়া এলাকায়। হিউসমান জল জমে যাওয়ার চরম সমস্যার মুখে পড়ছেন স্থানীয় মানুষজন। বাসিদ্দাদের অভিযোগ, এই পরিস্থিতি নতুন নয়; বছরের পরে বছর ধরে একই সমস্যা চলে আসছে। এলাকার লোকজন জানান, বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যায় এবং সেই জল উঠেই নিত্যদিনের যাতায়াত করতে হয়। এতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা়া পড়তে হয় শিশু ও বয়স্কদের। যদিও জলযন্ত্রণা সকলেরই। শুধু মীরপাড়া নয়, উত্তর হাওড়ার সীতানাহ বসু লেন-সহ একাধিক এলাকায় একই ছবি। অনেক জায়গায় আবার জল ঢুকে পড়ছে বাড়ির ভিতরেও। বাসিদ্দাদের মতে, নিকাশি ব্যবস্থার দুর্বলতাই এই সমস্যার মূল কারণ। অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে, আর তাঁরা বৃষ্টিতে সেই জল বারো সময় ভর্য পাচ্ছে কেন? গণনা কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনা হোক। তাঁর দাবি, মানুষের রায়ের সঠিক প্রতিফলন দেখতে হলে ফুটেজ রিলিজ করা প্রয়োজন। জোটের ভবিষ্যৎ কোন পথে? অখিলেশ ও মমতার এই সাক্ষাৎ রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশের ফেরার লড়াই এবং বাংলায় মমতার দাপট, এই দুই শক্তি মিলে যে আগামী দিনে দিল্লির গদিতে পরাজয়ের অস্তিত্ব বাড়াবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অখিলেশ মমতাকে ‘আপনি হারেননি’ বলে যে বার্তা দিলেন, তা আদ্যতে দিগোষী জোটের জয়ের মন্ত্র হিসেবেই দেখাছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এখন দেখার, কালীঘাটের এই চা-চকু থেকে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে কোনও নতুন মোড় আসে কি না। তবে অভিষেক যে সুর বেঁধে দিয়েছেন, তাতে গণনা নিয়ে তরজা যে এখনই থামছে না, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

ফেব মেট্রো বিস্রাট, মাঝ সুড়ঙ্গে আটকে ট্রেন, ভোগান্তিতে যাত্রীরা



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ মে : ফের মেট্রো বিস্রাটে নাজেহাল কলকাতার নিত্যযাত্রীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই থমকে গেল রু লাইনের মেট্রো পরিষেবা। সিগন্যাল সমস্যার জেরে দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম রুটে প্রায় ২০ মিনিট মাঝ সুড়ঙ্গে আটকে থাকে একটি মেট্রো। ফলে চরম দুঃশোে পড়েন শতাধিক যাত্রী। পরে জানা যায়, ঝড়বৃষ্টির জেরে মহানায়ক উত্তমকুমার এবং নেতাজি স্টেশনের মাঝখানে লাইনের উপর একটি গাছ পড়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি তৈরি হয়েছে। মেট্রো জ্ঞান গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ঠিক ২টো ৩৭ মিনিট নাগাল দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামগামী একটি মেট্রো আচমকাই মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রথমে যাত্রীরা কিছু বুঝতে না পারলেও প্রায় ১৫ মিনিট পর মেট্রোর তরফে ঘোষণা করা হয়, সিগন্যাল সমস্যার কারণে আপাতত মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ট্রেন সুড়ঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকায় আতঙ্ক ও অস্বস্তি তৈরি হয় যাত্রীদের মধ্যে। অনেকেই ট্রেন থেকে নেমে বিকল্প পথে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। ফলে স্টেশন চত্বরে বাড়তে থাকে ভিড়। পরে কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়, দুপুরের ঝড়বৃষ্টির সময় মহানায়ক উত্তমকুমার ও নেতাজি স্টেশনের মাঝামাঝি অংশে একটি গাছ লাইনের উপর ভেঙে পড়ে। সেই কারণেই মেট্রো চলাচলে ব্যাঘাত ঘটেছে। দ্রুত গাছ সরানোর কাজ শুরু করা হয়েছে বলে জানানয় মেট্রো কর্তৃপক্ষ। যুদ্ধালাীন তৎব্ব পরতায় কর্মীরা লাইন পরিষ্কারের কাজে নেমেছেন বলেও জানানো হয়। এই ঘটনার জেরে সাময়িকভাবে দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান পর্যন্ত সীমিত পরিষেবা চালু রাখা হয়। আপ এবং ডাউন:দুই লাইনে ওই অংশ পর্যন্তই মেট্রো চলাচল করে। তবে সম্পূর্ণ পরিষেবা স্বাভাবিক হতে কতটা সময় লাগবে, সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। রু লাইনে এভাবে বারবার পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে যাত্রীদের মধ্যে। কখনও সিগন্যাল বিস্রাট, কখনও লাইনে সমস্যা, আবার কখনও আবহহত্যার চেষ্টার জেরে মাঝপথে মেট্রো আটকে যাওয়ার ঘটনা প্রায় নিত্যদিনের চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কলকাতা মেট্রোর পরিষেবা ব্যবস্থাপনা ও পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে।

ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ি এলাকায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগে চাঞ্চল্য



দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং, ৭ মে : ভোট গণনার পরবর্তী সময়ে হিংসাতক ঘটনা বেড়ে চলেছে। এবার ক্যানিি এর গোলাবাড়ি এলাকায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠল। আর এই ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে। অভিযোগ, আচমকাই বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হন বলে দাবি বিজেপির। ভোট পরবর্তী উত্তেজনা থামছেই না এখানে। বিজেপির অভিযোগ, পাথরের আঘাতে জখম হওয়ার পর আক্রান্ত কর্মীদের উপর চড়া ও হয়ে মারধরও করা হয়। আর এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিজেপি। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের ক্যানিং নেতৃত্ব। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নন্দর বলেন, রাজ্যজুড়ে ভোট পরবর্তী হিংসা বন্ধের সোঁতা দেওয়া হলেও কিছু ক্ষেত্রে অতি উৎসাহীদের ঘিরেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। পুলিশ পুরোঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বারুইপুরে বিজেপির দখলকরা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিস ফিরিয়ে দিয়ে শান্তির বার্তা



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ৭ মে : সারা রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল চলেও বারুইপুরে পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ফল ঘোষণার পর এলাকায় একাধিক তৃণমূল পার্টি অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। কোথাও তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসে বিজেপির পতাকা লাগানো হয়, কোথাও আবার তালা বুলিয়ে দেওয়া হয়। আর এই পরিস্থিতিতে সৌহারদের বার্তা দিয়ে এবার এগিয়ে এলেন বারুইপুর পশ্চিমের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজি পাণ্ডা। নিজের দলের কর্মী এবং তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি একাধিক পার্টি অফিসের তালা খুলে দিলেন। ভবিষ্যতে যাতে আর কোনও হামলা বা অশান্তির ঘটনা না ঘটে, সে আশ্বাসও দেন তিনি। বুধবার রাতে নিজেরহাতেই পার্টি অফিসের তালা খুলতে দেখা যায় বিশ্বজি পাণ্ডকে। তিনি বলেন, বিজেপি কোনো হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও সবাইকে সঙ্গে নিয়েই চাতে চান তাঁরা। আর এই ঘটনায় কিছুটা হলেও স্বস্থিতে বারুইপুরের তৃণমূল কর্মীরা। রাজনৈতিক বিবেধ, হিংসা ও সংঘর্ষ ভুলে একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে ববসাসের এই বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। স্থানীয় বাসিদ্দাদের একাই দাবি, এলাকায় শান্তি ও সন্তীতি বজায় থাকুক। গন্তগোল মুক্ত হোক বারুইপুর।

পুলিশের নাক ফাটিয়ে গ্রেফতার শ্রীরামপুরের তৃণমূল কাউন্সিলর !

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৭ মে : এবার পুলিশকে নিশানা। মারধর করে এক পুলিশ কর্মীর নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উল্ল তৃণমূল কাউন্সিলর রাজেশ শা’র বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, শ্রীরামপুর টিন বাজার এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তালা বন্ধ ছিল। সেই তালা খুলতে যায় পুলিশ। শ্রীরামপুর থানার পিসি পার্টার সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উত্তরায়নও ছিল। অভিযোগ, শ্রীরামপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রাজেশ শা ওরফে কুকুয়া তালা খুলতে বাধা দেন।পুলিসের সঙ্গে এই নিয়ে কবসার সময় হঠাৎই পিসি পার্টার কলকান এসসআই নটরাজের নাকে ঘুবি মারে কাউন্সিলর। নাক ফেটে রক্ত বারতে থাকে। ঘটনায় হকাকিয়ে যান উপস্থিত লোকজন। পরে রাজেশ শা-সহ তার দুই সঙ্গীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শ্রীরামপুরের বিজেপি বিষায়ক ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, তগুলিশ কোনও রং না দেখে ব্যবস্থা নেবে। এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হোক এটাই আমরা চাই। পুলিশ কাজে গ্রেফতার করবে, সেটা তাদের ব্যাপার। এখানে আমরা কোনও ইন্টারফ্যেকার করব না। মানুষ ও রায় এলাকায় দেন শান্তি থাকে দ তৃণমূল কাউন্সিলর রাজেশ শ্রীরামপুর থানা থেকে আদালতে যাওয়ার পথে বলেন, ‘পাড়ায় সমাধানে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র করা হয়েছিল। দল দখল নিতে চেয়েছিল বিজেপি-সিপিএম। এই নিয়ে একটা ঝামেলা হয়। একটা ঝামেলা হয়েছে কিন্তু কারা ও গায়ে হাত দিহনি। আমি আর আমার স্ত্রীর ওয়ার্ডে তৃণমূল লিড পয়েন্টে। সেই রাগ থেকে রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেওয়া হল।দ হাসপাতালে আহত পুলিশ কর্মীর চিকিৎসা চলেছ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বাৰ্তা

বিপ্লবী রজত কুমার সেন

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবী শহীদ রজতকুমার সেন। গুপ্ত বিপ্লবী দল ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’র তিনি সদস্য ছিলেন। মাস্টারদা সূর্য সেনের পরিকল্পনায় বিপ্লবী দলের সদস্য হিসেবে ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও অস্ত্র-সংগ্রহ কার্যক্রমে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ৪ দিন পর ২২ এপ্রিল তারিখে সংঘটিত জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বিপ্লবী বাহিনীর অন্যতম ছিলেন। ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ - চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন ভারতীয় সরকার। ঘটল অস্ত্রাগার অভিযান। তার পরবর্তী ঘটনাধারায় ২২শে এপ্রিল জালালাবাদের যুদ্ধ। প্রাণ হারালেন ১৩জন বিপ্লবী। এরপর মাস্টারদা দলের বাকি সকলকে নির্দেশ দিলেন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে। কারণ একসঙ্গে থাকলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। নির্দেশমতো লোকনাথ বলের নেতৃত্বে রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, সহায়রাম দাস, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, নারায়ণ সেন, রণধীর দাশগুপ্ত, সরোজ কল্লি গুহ এবং আরো কয়েকজন ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে। সেই মুহূর্তে তাঁদের দরকার ছিল কিছু খাবার আর জঙ্গল থেকে বেরোনোর একটা পথ। সেই সময়ে জনৈক মুসলিম কৃষকের সহায় সহায়তায় তাঁরা পৌঁছলেন কাটোদি। কাটোদিতে তাঁদের এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নিলেন তারা। সেই ব্যক্তির সহায়তায় ছদ্মবেশ ধারণ করলেন সকলে। লোকনাথ বল সহায়রাম দাস এবং আরো কয়েকজনকে নির্দেশ দিলেন বাড়ি ফিরে যাওয়ার কারণ তাদের সন্ধান এনামও পুলিশ পায়নি। এরপর বিায় সেনের বদান্যতায় বাকিরা পৌঁছলেন কোয়েপাড়া গ্রামে। কিন্তু লোকনাথ বলের পক্ষেও কৈশীদিন লুকিয়ে থাকা সম্ভব ছিল না কারণ তাঁর সাহেবি চেহারার জন্য সহজেই ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। কাজেই তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর বাকি ছেয়জন - রজত, স্বদেশ, মনোজ্ঞান, দেবপ্রসাদ, ফণীন্দ্র আর সুবোধ স্থির করল যে তারা কর্ণফুলী নদীর ধারে ব্যালেন্টাইন ঘাটে অবস্থিত ইউরোপিয়ান ক্লাবে গেরিলা আক্রমণ চালাবে। তাদের কাছে তখনও যথেষ্ট বন্দুক-কার্তুজ মজুত ছিল। অতএব, ওই মে তোরণের আলো ভালোমতো ফোটার আগেই তাঁরা পৌঁছলেন চট্টগ্রাম শহরে। কিন্তু এসে দেখলেন যে শহর পুলিশে ছেয়ে ফেলেছে। আক্রমণ চালালে সম্ভব নয়। কাজেই তারা এলেন রজত সেনের বাড়ি। কিন্তু সেখানেও পুলিশের চোখে ধরা পড়ে গেলেন। অতএব আরার পালানো। আরার জঙ্গল। নদী পেরিয়ে এসে থামলেন শিকলবহা গ্রামে। পেছনে ধাওয়া করে পুলিশও এল। শুধু এলই না, স্থানীয় লোকেরদের বোঝাতে শুরু করল যে ঐ ছেলেগুলি ‘ডাকাত’। তাই তাদের যেন কোন সাহায্য না করা হয়। পুলিশের কৌশলে ফল হল। এতক্ষণ গ্রামবাসীরা বিপ্লবীদের পথ পেগিয়ে সাহায্যই করছিল, কিন্তু পুলিশের কথায় ‘ডাকাত’ ‘ডাকাত’ বলে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। গ্রামবীর অনুরোধ করা সত্ত্বেও যখন গ্রামবাসীরা চিৎকার থামালেন না, তখন বাধ্য হয়ে বিপ্লবীরা গুলি চালালেন। কবেকজন গ্রামবাসী আহত হলেন। পাল্টা একজন স্থানীয় মানুষ চাবুক নিয়ে মারতে এলেন তাদের। দেবপ্রসাদ গুপ্ত আহত হলেন খুবই। তিনি ছুটছিলেন সকলের পেছনে। সুবোধ চৌধুরী তিনি ধরা পড়লেন।

গঙ্গার পরিবেশ রক্ষায় বিজ্ঞানী

গঙ্গার প্রশান্তি এবং অবিরাম প্রবাহ নিশ্চিত করার দাবি নিয়ে ১১১ দিনের দীর্ঘ অনশন শেষে ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর যখন জি. ডি. আগরওয়াল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। তখন ভারত কেবল একজন সম্মানসিঁকে হারায়নি, হারিয়েছিল তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবেশ বিজ্ঞানীকে। ১৯৩২ সালে উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগর জেলার কাকদা গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্ম নেওয়া এই মানুষটি অধুনিক ভারতের নদী আন্দোলনের মেরুদণ্ড হয়ে উঠেন। একজন সাংবাদিক হিসেবে তাঁর জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, তাঁর যাত্রাটি ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ। ১৯৫২ সালে রুরকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সডিভল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হওয়ার পর তিনি ভারতের সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন তাঁকে থিতু হতে দেয়নি। তিনি পাড়ি জমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বার্কলে) থেকে এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। ভারতে ফিরে এসে তিনি আইআইটি কানপুরের সডিভল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের ‘সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড’ (CPCB)-এর প্রথম সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করার সময় তিনি সরাসরি অনুভব করেছিলেন যে, প্রশাসনিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক সিদ্ধচার আভর কীভাবে ভারতের পরিবেশকে ধ্বংস করছে। অধ্যাপক আগরওয়াল জানতেন যে নদী কেবল একটি জলধারা নয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তিনি প্রমাণ করেন যে গঙ্গার জলে এক বিশেষ ধরনের ‘ব্যাক্টেরিওফাজ’ (Bacteriophages) নামক ভাইরাস থাকে, যা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে জলের শুদ্ধতা বজায় রাখে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিস্তার কারণ ছিল গঙ্গার ওপর নির্মিত একের পর এক বাঁধ। তিনি তথ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, যখন গঙ্গার জলকে বাঁধে আটকে স্থির করা হয়, তখন এই ভাইরাস গুলো মারা যায় এবং নদীর প্রাকৃতিক আয়ুষ্-ব্যাকটেরিয়াল গুণ নষ্ট হয়ে যায়। ২০১১ সালে তিনি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাস গ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম হয় স্বামী জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ, তখন অনেকেই অবাক হন। কিন্তু তাঁর কাছে বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্ম ছিল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তিনি বুঝেছিলেন, কেবল ল্যাবরেটরিতে বসে গঙ্গার মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব নয়; প্রয়োজন জনজাগরণ। তিনি দেখেন কীভাবে গঙ্গার ওপর প্রায় ৪৫০টিরও বেশি বাঁধ তৈরির পরিকল্পনায় যা নদীরপরিবেশকে চিরতরে বদলে দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন শক্তি এবং ভক্তি একই সঙ্গে মানব বিরাজ করতে হবে। তবেই ঈশ্বর সাধনা পূর্ণতা পাবে। মা জাগতিক শক্তি

সাধক রামপ্রসাদ



পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভগবান হইলেন জগ্যত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বৈঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনেই রয়েছে লালদীঘি

রবীন্দ্রকুমার শীল (পূর্ব প্রকাশের পর)
শিরোনামে বড় বড় করে লেখা হল- ‘গুলির আঘাতে বাংলার কারাবিভাগের ইঙ্গপেক্টর জেনারেল নিহত’। সংবাদে লেখা হল,বেলা ১২ টার সময়ে কলিকাতার বুকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এক বিঘম দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড ইইয়া গিয়াছে। ৩ জন বাঙালি যুবক বাংলার কাাণার বিভাগের ইঙ্গপেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিম্পসনকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। ইংরেজি পত্রিকা স্টেটসম্যান লিখল “..Lt. col.



N.S. Simpson was shot dead...Mr. J.W. Nelson, Judicial Secretary, was wounded in the leg. Another bullet narrowly missed Mr. A Marr, Finance memeber, who on hearing the shots came to the door of his room. Orderly of the D.P.I was wounded in leg. Passersby were dumb-founded to see the broad day-light, in the heart of the business quarters of Calcutta an incident that had all the elements of a Chicago gunning affair’। অমৃত বাজার পত্রিকা লিখল “Between I.G of prisons room and Mr. Nelson’s room, many Europeans had hair-breadth and providential escapes. Mr. Townend, Agriculture and Industrial Secretary had the skirts of his coat and waist-coat shot through without any injury to his person. Mr. Prentine, Home Minister escaped unhurt.”। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিলেন এই অভিযান দুর্ধর্ষ। তিনজন বিপ্লবী যুবক সিম্পসনকে হত্যা করতে রাইটার্সে প্রবেশ করেছিল। সিম্পসনকে হত্যা করার পরিকল্পনায় সুভাষ বোস সহ বিভিন্ন বিপ্লবীদের জেলে আটকে রেখে

গেল -“three young men dressed as Europeans and armed with revolvers, pretending to be seeking an interview, brushed past the chaprassi at the door, an immediately shot Lt. Col. Simpson, Inspector-General of Prisons, at his office table in Writers’ Building. After this they went down the corridor firing into the rooms of other officials and wounded Mr. Townend, I.C.S., Deputy Secretary, and Mr. Nelson, I.C.S., Legal Remembrancer. They were trapped in the letter’s room by the In-spector General of Police and other police officers and, realising that escape was impossible, at-tempted to commit sui-cide. When the police entered the room they found three men of whom one had committed sui-cide by taking syanide of potassium and two had shot themselves. The sui-cide was Sudhir Gupta. The other two were Benoy Krishna Bose, the murderer of Mr. Lowman, and Dinsesh Gupta,...” বাদলের নামই হচ্ছে

সাজাহান- মমতাজের অমর প্রেম কাহিনী

রিকশত আহমেদ
শাহজাহান ও মমতাজ মহলের প্রেম ও ভালবাসার প্রতীক তাজমহল আমাদের অতিচেনা এক স্মৃতিস্তম্ভ। আমরা সবাই জানি, মমতাজ মহলের সমাধি দিল্লীর আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে, যা তাজ মহল নামে বিখ্যাত। কিন্তু আমরা কমই জানি যে, তার মৃত্যু হয়েছিল আগ্রা থেকে ৯০০ কিলোমিটার দূরে মধ্য প্রদেশের বুরহানপুর শহরে। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে, বুরহানপুর ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ শহর। এটি খাদেশ সুবার রাজধানী ছিল। এছাড়া শহরটি উত্তর ভারত ও দাক্ষিণ্যাত্যের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের কেন্দ্র ছিল। ১৬২৯ সালে বিদ্রোহী মুঘল সেনাপতি খান জাহান লোদি আহমদ নগরের নিজস্ব শাহের সাথে মিলিত হয়ে সম্রাট শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমনে সম্রাট শাহজাহান বুরহানপুরে যাত্রা করেন। সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল তখন ১৪ তম সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন। তার স্বাস্থ্যের অবস্থাও ভাল ছিল না। গর্ভাবস্থার জটিলতা নিয়েও তিনি তার স্বামীর স্বপ্ন পূরণের জন্য তার সঙ্গে বুরহানপুর যান। আসলে তিনি সেখানে ও আটমাস সাম্রাজ্যে অনেক নারীরাই কিং মেকার ছিল। যাইহোক, এক্ষেত্রে মমতাজের শরীর যুদ্ধযাত্রার কষ্ট সহ্য করতে পারেনি। ১৬৩১ সালে সন্তান জন্মের সময় নানা জটিলতায় সন্তান বঁচে গেলেও তিনি মারা যান। তার বয়স তখন মাত্র ৪০ বছর। এই

স্ত্রীকে এই বহু দূরের এক এলাকায় সমাধি করার চিন্তা করতে পারেন নি। বুরহানপুর মমতাজের চির নিদ্রার জগায়া হতে পারে না বলেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তার শরীরকে নানা রকম ভেজাজ উপাদান দিয়ে সরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মিশরে গমখণ্য তৈরির জন্য যে সমস্ত মশলা ব্যবহার করা হত, সেসব মশলা দিয়েই তার শরীরকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। সেসময়ের লেখকরা জানতেন যে সমস্ত মশলা দিয়েই তার শরীরকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। ১৬৩১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মমতাজ মহলের মরদেহ বহনকারী এক শোকযাত্রা বুরহানপুর ছেড়ে যায়। এটির নেতৃত্বে ছিলেন ১৫ বছরের পুত্র শাহ সুজা এবং ডাক্তার উজির খান। কয়েক হাজার সৈন্য

সুধীর। বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই ঘটনা স্বর্ণক্ষরে লিখিত হয়ে থাকলে।। তিন সম্রাট বিপ্লবীর বুলেট প্রাণ গিয়েছিল অত্যাচারী সিম্পসনের। বিগত রাজধানীতে ব্রিটিশদের প্রশাসনিক ভবনে ইনস্পেক্টর জেনারেলকে হত্যা করে তারা ব্রন্ত করতে চেয়েছিলেন শাসকদের। তাঁদের সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল। সিম্পসন-হত্যায় কৈপে গিয়েছিল ব্রিটিশ শাসন। দেশকে স্বাধীন দেখার ইচ্ছের পাশাপাশি তাঁদের আরও কিছু অসুখ অসুখ থেকে গিয়েছিল। সিম্পসন-হত্যার পরে তাঁরা কেউই ব্রিটিশদের হাতে ধরা দিতে চাননি।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে ভবনের অলিদ্দে নিরাপত্তারক্ষী ও কমিশনার টেগাটের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবী-গ্রন্থীর যে সংঘর্ষ হয় তা অলিদ্দ যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। রাইটার্সের অলিদ্দে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে অসম যুদ্ধের পরে ধরা দেয়না না বলে বাদল গুপ্ত আত্মঘাতী হন পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে। বিনয় এবং দীনেশ নিজেদের বন্দুক থেকে নির্জেদের গুলি করে আত্মহত্যা করেন। হাসপাতালে কিছু দিন মরণপণ যুদ্ধের পরে ১৩ ডিসেম্বর মৃত্যু হয় বিনয়ের। বিচারে দিনেশের মৃত্যুদণ্ড ধার্য হয়। ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই আলিপুর জেলে তাঁকে ফাঁস দেওয়া হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অগ্নিযুগে মহাকরণের অলিদ্দ যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। স্বাধীনতা লাভের পরে গোটো ডালহৌসি চত্বরের নামকরণ করা হয় বিনয়-দালল-দীনেশ বাগ, সংক্ষেপে বিবাদী বাগ। স্বাধীনোত্তর ভারতে ঃ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালান্ভের পর রাইটার্স বিল্ডিংসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য সচিবালয়ে পরিণত হয়। এই সময় জাওয়ার ভবনটির নামকরণ হয় মহাকরণ। যদিও ইংরেজি নাম হিসেবে রাইটার্স বিল্ডিংস কথাটিই প্রচলিত। দীর্ঘকাল মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাক্ষেত্রখানা সহ রাজ্য সরকারের একাধিক সরকারি বিভাগের প্রধান কার্যালয় মহাকরণে অবস্থিত ছিল। বর্তমান প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় হাওড়ার নন্দায় (ভবন) তে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ও ঐতিহাসিকী মহা করণের সংস্কার চলছে। দর্শনীয় স্থানঃ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ ১৭৭৭-এ ব্রিটিশ শাসনে প্রতিষ্ঠিত ১৭৭৭-এ ভারতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের ব্রিটিশ ওপনিবেশিক স্থাপত্য। কলকাতার ভবন ও স্থাপনা পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ভবন ভারতের রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক সগর দফতর। রাইটার্স বিল্ডিংসকে কেন্দ্র করে একটি বৃহদাকার ঐতিহাসিক জলাশয় রয়েছে। এই দীঘির ইতিহাস কলকাতা মহানগরীর

ইতিহাস অপেক্ষাও প্রাচীনতর। ব্রিটিশ যুগে এই জলাশয়টি ছিল শহরের অন্যতম মিলি্ট পানীয় জলের উৎস। লালদীঘির পাড়ে জেনারেল পোস্ট অফিস ও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক ভবন। লালদীঘির উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ সাবেক সচিবালয় মহাকরণ। লালদীঘি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি বৃহদাকার ঐতিহাসিক জলাশয়। এই দীঘির ইতিহাস কলকাতা মহানগরীর ইতিহাস অপেক্ষাও প্রাচীনতর। ব্রিটিশ যুগে এই জলাশয়টি ছিল শহরের অন্যতম মিলি্ট পানীয় জলের উৎস। বর্তমানে এই দীঘির উত্তর ভাগে মহাকরণের সম্মুখে রাজ্য সরকার একটি ভূগর্ভস্থ কার পার্কিং প্লাজা নির্মাণ করছে। ইতিহাসঃ জব চানকের আগমনের পূর্বেই ডিহি কলিকাতা থামে লালদীঘির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। লালদীঘির নিকটেই সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের একটি কাছারি ও গৃহবেতা শ্যামরায়ের (শ্রীকৃষ্ণ) মন্দির অবস্থিত ছিল। অনুমান করা হয়, দোলঘাতা উপলক্ষের খেলার পর এই দীঘির জল লাল হয়ে উঠত বলে দীঘিটি লালদীঘি নামে পরিচিত হয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উক্ত কাছারিবাড়িটি প্রথমে ভাড়া ও পরে ক্রয় করে নিয়েছিলেন। অবশ্য লালদীঘির নামকরণ নিয়ে অন্য কাহিনিও প্রচলিত আছে। কেউ কৈব বলেন, বরুনা কেল্লার লাল রটি এই দীঘির জলে প্রতিবিম্বিত হতো বলে দীঘিটি লালদীঘি নামে পরিচিত হয়। অনামত, জনৈক লালচাঁদ বসাক এই দীঘিটি খনন করেছিলেন। তার নানামুসারাইে দীঘিটির নাম হয় লালদীঘি। নব্যভারত-এ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এই দীঘির অন্য একটি ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন। তার মতে, গোবিন্দ পুরের মুকুন্দরাম শেঠ বা তার পুত্রেরা এই দীঘি খনন করিয়ে থাকতেন। এই দীঘির ধারে তার কাছারি অবস্থিত ছিল। দোলের দিন রংখেলার পর দীঘির জল লাল হয়ে যেত বলে দীঘির নামকরণ হয় লালদীঘি। যাই হোক, ১৭০৯ সালে এই নোংরা শ্যাওলা ও পানায় ভরতি পুকুরটির মিলি্ট জলের জলাধারে পরিণত করা হয়। অষ্টাদশ শতকে ট্যাক্স স্কোয়ার বা লালদীঘি-সংলগ্ন চত্বরটি ছিল ‘শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত’। এই দীঘির আয়তন ছিল ২৫ একর। ডাচ অ্যাদমিরাল স্ট্যান্ডার্ডনিয়াস ১৭৭০ সালে এই অঞ্চল পরিদর্শনের পর লেখেন, ‘সরকারের আদেশক্রমে কলকাতাবাসীদের শুদ্ধ ও মিলি্ট পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই দীঘি খনন করা য়’। দীঘিটি আরও বেড়া ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে দীঘিটি পরিষ্কার করে এর পাড় বাধিয়ে দেওয়া হয়।

ফুটবল প্রেমিক ছিলেন অভিনেতা উত্তমকুমার



ছোটবেলায় কথা উত্তমকুমার আগে খুব বলে বেড়াতেন। যখন ছোট ছিলেন তখন পাড়ার রাস্তায় ছোট বল নিয়ে খেলা এবং বৃষ্টির মধ্যে কাদা মেখে বল খেলার মধ্যে যে একটি আনন্দ ছিল সেটাও তিনি বলে গিয়েছেন। ক্রিকেট খেলা তাকে বেশি আকর্ষন করেনি। তবে তিনি মাঝে মধ্যে হাতে সময় পেলে ইডেন উদ্যানে গিয়ে ভারতের সঙ্গে বিদেশি দলের ক্রিকেট খেলা দেখাতেন। বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় পিকে ব্যানার্জি তাঁর আত্মকথায় বলে গিয়েছেন যে উত্তম কুমার থাকে খুবই ভালো বাসতো। পরিচালক অসিত সেন এর খুবই কাছে ছিলেন উত্তম কুমার। উত্তম কুমার প্রসঙ্গে যেসব তথ্য দিয়েছেন বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় সেই প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হল । তিনি স্মৃতিরগ করতে গিয়ে বলেছেন - “আমার সঙ্গে উত্তমকুমারের আলাপ করিয়ে দেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক অসিত সেন। ১৯৫৯ সালে নওগাঁর সন্তোষ ট্রফির আদার বসেছিল। সেবার বাংলার দারুণ টিম। ওখানেই অসিত সেনের সঙ্গে আলাপ। অসিত সেনের মা, বাবা, ভাই স্ত্রী, প্রত্যেকেই আমাকে দারুণ ভালবাসতেন। সব সময় বাংলার শুভকামনা করতেন। অসিত সেনই বলেন - নিউ থিয়েটার্স একদিন এসে। একদিন সতিা স্কটি গুটিং দেখতে চলে গোলাম। অসিত সেন দেখে খুব খুশী হলেন। বলেন -তুমি এসেছ? তবে তোমাকে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের ক্যাস্টেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিওই। ব্যাপারটা আমি বুঝেই নিলাম যে উনি উত্তম কুমারের কথাই বলছেন। উত্তমকুমার তখন সিগারেট খেতে খেতে সেটের মাঝখানে ছবি নিয়ে আলোচনা

বুদ্ধদেব মিশ্র

ফুটবল পাগল ছিলেন অভিনেতা উত্তমকুমার। তিনি যখন কলকাতায় কোনও বিখ্যাত ক্লাবের ফুটবল খেলা থাকতো তিনি তখন ঘরে বসে রেডিও নিয়ে ধারাবিবরণী শুনতেন। ধারভাষ্যকার পুষ্পেন সরকারের ফুটবল ধারাবিবরণী শুনেই তবে তিনি আবার গুটিয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁর কাছে ফুটবল খেলাটা ছিল প্রাণের অধিক।

প্রথম আলাপেই ভুলটা ভেঙ্গে গেল। প্রথম দিই দারুন আগ্রহের সঙ্গে কথা বলেন। সেই শুরুঃ তারপর থেকে এর সাথে মাঝে মধ্যে দেখা হত। ১৯৬১-৬২ সালের কথা। বিদেশ থেকে খেলে ফিরে আসে। এর আগে ১৯৬০ সালে বাবা মারা গেছেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরে সৌমিত্রকে দিয়ে আমার খবর নেন। তখন

দোলের সময়। যাই হোক, একদিন টেলিফোন বেজে উঠতে, বৌদি টেলিফোন ধরার পর অপর প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে - সন্দীপ আছে? আমি উত্তমকুমার বলছি। বৌদির তো অন্তর সঙ্গে পরিচিত মতো অবস্থা। বেশ কিছুক্ষণ রিসিভার হাতে নিয়ে কথা বলতে পারেননি। একচেটিয়াভাবে উত্তম কু মার বলেছিলেন - পিকে আমাদের বাড়িতে দোলের দিন একটু মার্স-ভাত খাবে, আর আমরা একটু আনন্দ করব। রাতে বাড়ি ফেরার পর বৌদি আর ভাই-বোনরা তো এক হাত নিল। আমার অপরাধ, উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার ভাল ভাবে হচ্ছিল। থাকা সত্ত্বেও আমি বাড়িতে ব্যাপারটা একদম চুপে গেছি। যথারীতি হোলির দিন উত্তমকুমারের বাড়ি তে। এর সেখানে শ্যামল বিচিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন হোলির গান গেয়েছিলেন। উত্তমকুমার ৬ খানা গান করেন। প্রত্যেকটা অসাধারণ।

১৯৭৫ এ দিল্লী থেকে রোভার্স খেলে ফিরছি। গার্ডসাহেব আমাকে বললেন- এই ট্রেনে অপনারা তিন জন বিখ্যাত মানুষ আছেন। উনি জানালেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবীর কথা। গার্ডসাহেব আমাকে একটা কাগজ দিয়ে বলেন - আজ ৩১ শে ডিসেম্বর, কিছু লিখে দিন। ওই কাগজটা ঘুরতে ঘুরতে উত্তমকুমারের কামরায় গিয়েছিল। ওঁর সঙ্গে সুপ্রিয়া ভাই ও সোমা ছিল। চিরকুটটাকে উত্তমকুমার শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছার কথা জানিয়ে লিখেছিল - আমি অসুস্থ, পিকে, তাই তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না। তবে আগামী কাল একসঙ্গে বসে লাঞ্চ খাব। সে লাঞ্চ খাওয়া হয়নি। তবে তার আমন্ত্রণের মধ্যে মানুষ উত্তমকুমারের আন্তরিকতা অনুভব করেছিলাম।

বঙ্গ রাজনীতির নতুন সেনাপতি শুভেন্দু অধিকারী

তন্ময় সিংহ
বিজেপির বঙ্গ বিজয়ের ভগীরথ শুভেন্দু অধিকারী। শান্তি কুঞ্জ থেকে কংগ্রেস দলের হয়ে ছাত্র রাজনীতি ও পরবর্তীকালে কাঁধির কাউন্সিলর



হয়ে কেরিয়ার শুরু করে, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে মমতা ব্যানার্জির অন্যতম সেনাপতি হয়ে বাংলায় পরিবর্তন এনে, আবার শিবির বদলে বিজেপিকে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী করে নবাবের কেন্দ্র বিস্ফুট নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন ঘনি করতে পেরেছেন, তিনি বঙ্গ রাজনীতির ভগীরথ শুভেন্দু অধিকারী। স্বাধীনতাত্তোর বাংলায় কলকাতা ছাড়া অন্য জেলা থেকে দ্বিতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রবল দাবিদার তিনি। ২০২১ এর নির্বাচনের কিছুদিন আগে বিজেপিতে যোগ দিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে নন্দীগ্রামে পরাজিত করে বিরোধী দলনেতা হিসেবে পাঁচ বছর সারা বাংলায় পৌঁছে গেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে, ২০২৬ এর বিধানসভায় তিনিই বঙ্গ বিজেপির এই সাফল্যের অন্যতম

প্রপৌত্র ভগীরথ উত্তরাধিকারী সুত্র কেঠোর তপস্যার মাধ্যমে স্বর্ণ থেকে গন্ডাকে মর্চে এবং শেষ পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে নিয়ে আসেন এবং তার বংশের শাপিওদের মুক্তি নেন। এই কপিল মুনির অন্তিম গঙ্গাসাগর পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল শাসন সমাপ্ত করলেন। তাঁর এই কাজে গঙ্গার ভূমিকা পালন করেন অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদী জুটি। শ্যামাপ্রসাদের জন্মভূমি পশ্চিমববঙ্গে রাজনীতিতে তিনি এখন চাণকা হয়ে গেলেন।

অফবিট

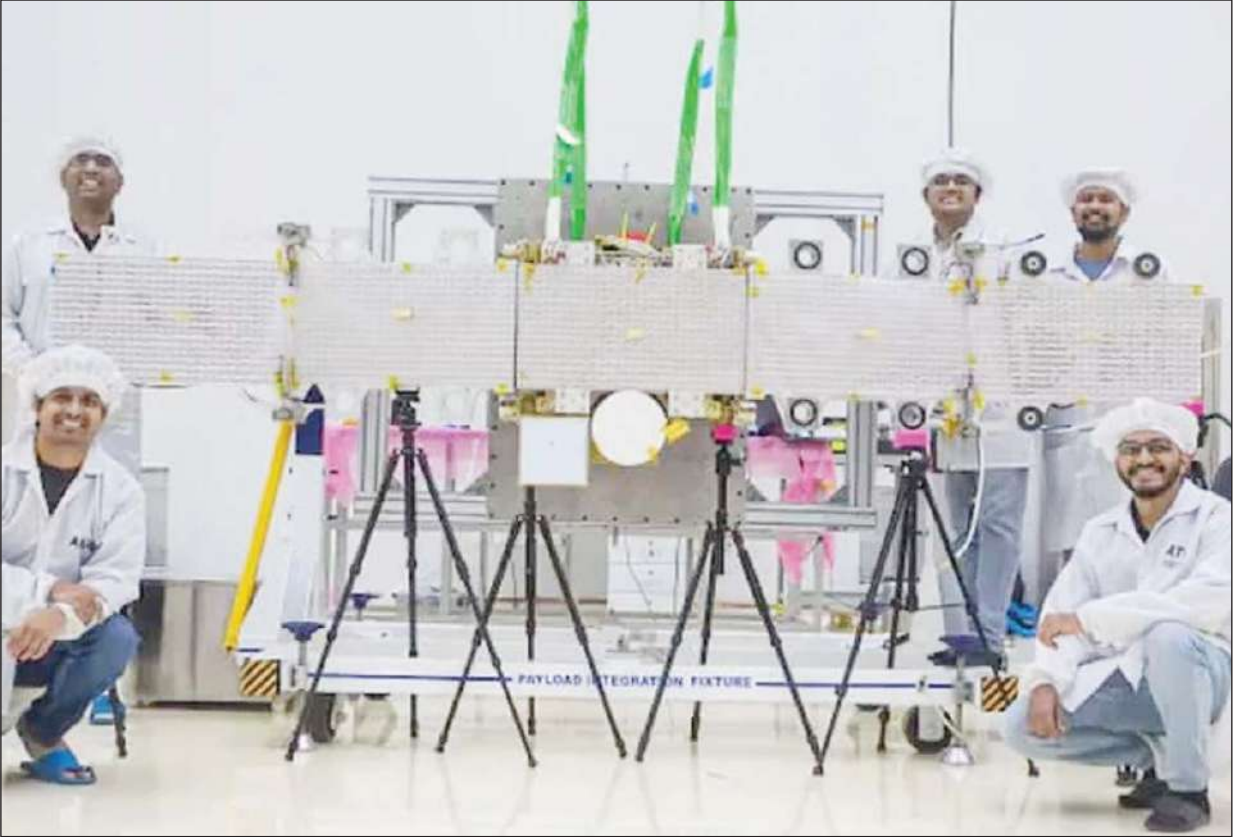
ভারতের প্রতিরক্ষায় ‘দৃষ্টি’ স্যাটেলাইটই নতুন গেমচেঞ্জার? চিন-পাকিস্তানকে এবার পা ফেলতে হবে মেপে মেপে

এ. দাস

ভারতের বেসরকারি মহাকাশক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল রবিবার। দেশের প্রথম এমন স্যাটেলাইট মহাকাশে উড়ান নিল, যা মেঘ, কুয়াশা বা অন্ধকার- যে কোনও বাধা পেরিয়ে পৃথিবীর ছবি তুলতে সক্ষম। বেঙ্গালুরুর স্টার্টআপ GalaxEye তৈরি করেছে এই অত্যাধুনিক পৃথিবী পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট ‘দৃষ্টি’, যা ভারতীয় সময় দুপুর ১২.২৯ মিনিটে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে SpaceX Falcon 9 রকেটে চএড মহাকাশে উড়ে যায়।

কেন অনন্য ‘দৃষ্টি’?

‘দৃষ্টি’ একেবারে ব্যতিক্রমী কারণ এই প্রথম একসঙ্গে একই স্যাটেলাইটে বসানো হয়েছে মাল্টিস্পেকট্রাল ক্যামেরা এবং সিনথেটিক অ্যাপারচার র‍্যাডার প্রযুক্তি যা আগে পৃথিবীর কোথাও ব্যবহার হয়নি। GalaxEye-এর সিইও সুশ্রাং সিং এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, দৃষ্টি মানে সবকিছু ভেদ করে দেখা। আমরা ঠিক সেটাই করতে চেয়েছি। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানেই রয়েছে এই প্রযুক্তির প্রয়োজন। পশ্চিমী দেশের মতো এখানে সারাবছর পরিষ্কার আকাশ থাকে না। বরং নাসার হিসেব বলছে, পৃথিবীর ভূমিভাগের উপরে যে কোনও সময় ৭০ শতাংশ জায়গা মেঘে ঢাকা থাকে, আর সমুদ্রের ক্ষেত্রে সেই



সংখ্যা ৯০ শতাংশ। ফলে অপটিক্যাল স্যাটেলাইট অনেক সময়ই ছবি তুলতে পারে না। এই সমস্যার সমাধান করতেই এসেছে ‘দৃষ্টি’।

দৃষ্টির ক্ষমতা কতটা?

ভারতের তৈরি নতুন স্যাটেলাইটটি প্রায় ১৯০ কেজি ওজনের-যা শক্তি

ও ক্ষমতার দিক থেকে প্রায় গভর্নমেন্ট-গ্রেড স্যাটেলাইটের সমতুল্য। এর প্রথম ধাপের রেজোলিউশন ১.৫ মিটার, আর ভবিষ্যতে যে আরও নাটি স্যাটেলাইট যুক্ত হবে, তাদের ক্ষমতা পৌঁছবে ০.৫ থেকে ০.৬ মিটার রেজোলিউশন পর্যন্ত।

স্যাটেলাইটটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব, এতে অপটিক্যাল ও SAR (Synthetic Aperture Radar)- দুটো প্রযুক্তিই একই হাই রেজোলিউশনে ছবি তুলতে পারে। এই সমন্বয় বিশ্বের প্রথম। দিন, রাত, আলো, অন্ধকার, মেঘলা আকাশ কিংবা প্রবল বর্ষা- কোনও

অবস্থাওয়াই এই স্যাটেলাইটের নজরদারির ক্ষমতাকে থামাতে পারবে না। সংস্থার দাবি, এই প্রযুক্তির সাহায্যে সঠিক সময়ে নির্ভুল ছবি পাওয়া যাবে বন্যা-বিপর্যয়, কৃষিক্ষেত্রের নজরদারি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার মনিটরিং, এমনকি সুরক্ষা-সংক্রান্ত কাজেও।

কৌশলগত গুরুত্বও অপরিণীম

যুদ্ধ, সংঘর্ষ বা গোপন সামরিক অভিযানে এমন নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, ‘দৃষ্টি’ চালু থাকলে অপারেশন সিঁদুর-এর ক্ষয়ক্ষতির সঠিক ছবি ভারত নিজের স্যাটেলাইট থেকেই পেতে পারত, বাইরের দেশের উপর নির্ভর করতে হত না। মার্কিন সংস্থা Vantor (Maxar) যে ছবি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে, তাও এই প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়েছে।

একটি স্যাটেলাইট নয়- এটি শুরু মাত্র

‘দৃষ্টি’ একটি বড় কনস্টেলেশনের প্রথম স্যাটেলাইট। এই মিশন সফল হলে আরও নাটি স্যাটেলাইট কক্ষপথে পাঠানো হবে। পুরো প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই রয়েছে ভারতের নিজস্ব গ্লোবাল পেটেট। সংস্থার দাবি, ভবিষ্যতে এটাই হবে বিশ্বের নতুন ‘গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড’।

আইআইটি মাদ্রাস থেকে মহাকাশে GalaxEye-এর জন্ম

আইআইটি মাদ্রাস থেকে মহাকাশে GalaxEye-এর জন্ম আইআইটি মাদ্রাজ-এর ল্যাব থেকে। ইসরোর প্রাক্তন প্রধান ড. এস. সোমনাথ এই সাফল্যকে ভারতের বেসরকারি মহাকাশক্ষেত্রের ‘পরিণতির মুহূর্ত’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দৃষ্টির উত্থান তাই শুধু প্রযুক্তিগত সাফল্য নয়, দেশের মহাকাশ-নিজস্বতারও নতুন প্রতীক-যেখানে ভারত দিন-রাত, মেঘ-ঝড়, সব বাধা অতিক্রম করে নিজেই পৃথিবীকে দেখবে নিজের চোখে।

বিয়ে করেই গা ঢাকা নববধূর! মিলল আরও ৮ স্বামীর হর্দিস

সংবাদ সংস্থা, বীড (মহারাষ্ট্র), ৭ মেঃ বিয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে একের পর এক পুরুষকে ফলে ফেলে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে উঠল মহারাষ্ট্র। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় সামনে এসেছে এমন এক প্রতারক চক্রের কথা, যেখানে একই মহিলাকে বারবার ‘কনে’ সাজিয়ে ভুয়া বিয়ে করানো হত। অভিযোগ, এভাবেই অন্তত ৯ জন পুরুষকে প্রতারণার শিকার করা হয়েছে। ঘটনটি সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মহারাষ্ট্রে জেলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনায় মহারাষ্ট্রের বীড জেলার উমাপুর গ্রামের। অভিযোগকারী যোগেশ শিন্ডে নামে এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, বিয়ের নাম করে তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, যে মহিলাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁকে এর আগে আরও ৮ জন পুরুষের সঙ্গে একইভাবে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যোগেশ ছিলেন এই চক্রের নবম শিকার। জানা গেছে, যোগেশের পরিবার উপযুক্ত পাত্রী খুঁজছিল। সেই সময় এক স্থানীয় মার্কেজ এজেন্ট তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এজেন্ট দাবি করে, বিয়ে ঠিক করে দিতে হলে ৬.৫ লক্ষ টাকা লাগবে। পরে দরদারমের পর যোগেশের পরিবার ৬ লক্ষ টাকা দেয়, যার মধ্যে ১ লক্ষ নগদ এবং বাকি ২ লক্ষ ডিজিটাল ট্রান্সফারের মাধ্যমে দেওয়া হয়। অভিযোগ, টাকা নেওয়ার মাত্র তিন দিনের মধ্যেই ওই মহিলা ও এজেন্ট যোগেশের চাক্রে পৌঁছায়। কাছের একটি মন্দিরে তাঁদের বিয়েও হয়। প্রথমদিকে সব স্বাভাবিক থাকলেও, প্রায় এক মাস পর যোগেশকে এমন এক মহিলার সঙ্গে দেখা করানো হয়, যাকে তাঁর স্ত্রীর বা বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। পরে জানা যায়, তিনিও আসলে ভুয়া পরিচয়ে এসেছিলেন। এরপর বিয়ের দু’মাসের মাথায় আচমকই নিষোঁষ ছয়ে যান ওই মহিলা। অভিযোগ, যাওয়ার সময় তিনি ৬ গ্রাম সোনা এবং প্রায় ৮০ হাজার টাকা নগদ নিয়ে পালান। সন্দেহ হওয়ায় যোগেশ খোঁজখবর শুরু করেন। তখনই সামনে আসে গোটা চক্রের আসল ছবি। তদন্তে উঠে এসেছে, ২০২৬ সাল থেকেই এই প্রতারণা চক্র সক্রিয়। গ্রামাঞ্চলের অবিবাহিত পুরুষদের টার্গেট করেই এই ভুয়া বিয়ের ফাঁদ পাতা হত। যোগেশের দাবি, বিয়ের খরচ, টাকা ও গয়না মিলিয়ে তাঁর মোট ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। ঘটনায় বীডে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ সুপারের কাছেও কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন যোগেশ। তাঁর অভিযোগ, এই প্রতারণার ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন এবং আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

CHANGE OF NAME

I, Ashim Samanta, A Kr Samanta (Old Name) S/o Mahadeb Samanta Residing at Bishpara Chanpatala, District - Hooghly, Pin - 712513, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Ashim Samanta A Kr Samanta (Old Name) to Ashim Kumar Samanta (New Name) and henceforth I shall be known as Ashim Kumar Samanta (New Name) in all purpose, vide affidavit no 11 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 05-05-2026. Ashim Kumar Samanta (New Name) and Ashim Samanta, A Kr Samanta (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sudipta Chowdhury (Old Name) W/o Sourabh Kumar Laha Residing at 38/B, Gobinda Chandra Bhattacharya Lane, Po - Serampore, Ps - Serampore, District - Hooghly, Pin - 712201, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sudipta Chowdhury (Old Name) to Sudipta Laha (New Name) and henceforth I shall be known as Sudipta Laha (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 07-05-2026. Sudipta Laha (New Name) and Sudipta Chowdhury (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nimal Chowdhury (Old Name) S/o Ekkar Chaudhury Residing at 18, Chodhury Para Lane, Po - Serampore, Ps - Serampore, District - Hooghly, Pin - 712201, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Nimal Chowdhury (Old Name) to Nimal Charan Chaudhury (New Name) and henceforth I shall be known as Nimal Charan Chaudhury (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 07-05-2026. Nimal Charan Chaudhury (New Name) and Nimal Chowdhury (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Azmir Mondal (Old Name) S/o Nur Islam Mondal Residing at Raghunathpur Madhya Para, Basirhat - II, Khulopota, District - North 24 Parganas, Pin - 743428, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Md Azmir Mondal (Old Name) to Ajmir Mondal (New Name) and henceforth I shall be known as Ajmir Mondal (New Name) in all purpose, vide affidavit no 18/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 07-05-2026. Ajmir Mondal (New Name) and Md Azmir Mondal (Old Name) both are same and one identical person.

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধে ৭ দিনে চুক্তি, আশাবাদী ডোনাল্ড ট্রাম্প, হামলা চালিয়ে যেতে আগ্রহী ইজরায়েল

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন ও তেল আভিভ, ৭ মেঃ আগামী দিন সাপেক্ষে মধ্যে যুদ্ধ বন্ধে ইরানের সঙ্গে চুক্তি হতে পারে। এমনটাই আশা প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, দুটি শর্তে এই চুক্তি হবে বলে তিনি আশাবাদী। অন্যদিকে, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানও রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন তারা আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামাতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে আগ্রহী। তবে অবশ্যই তারা ইরানের জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে এগাবেন। আর একদিকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান ইজরায়েলের। দেশটির সামরিক নীতি নির্ধারক কমিটি বুধবার এক বৈঠকে ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইজরায়েলি সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, তেল আবিবের তরফে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইরানের সঙ্গে কী শর্তে সমঝোতা হতে পারে আমেরিকার? ডোনাল্ড ট্রাম্প ফক্স নিউজকে জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটি শর্ত দিয়েছে। এক, ইরান তাদের ইউরেনিয়াম সৈন্য সরিয়ে নেবে। এইভাবে তারা পরমাণু অস্ত্র তৈরির পথ থেকে সরে আসার বার্তা স্পষ্ট করবে বলে আশাবাদী ট্রাম্প। দুই, হরমুজ প্রণালীকে বরাবরের মতো খুলে দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে ইরান সেখানে একতরফা নিষেধাজ্ঞা জারি করবে না। এর জবাবে ইরান দাবি করেছে তাদের উপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা



করছে, ইরানের শর্ত ট্রাম্প মেনে নিলে শুধু যুদ্ধ থামবে তাই নয় বহু দেশ বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পাবে। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্প ‘অপারেশন ফ্রিডম’ ঘোষণা করে ইরানের বিরুদ্ধে হরমুজ প্রণালীকে পাকাপাকিভাবে মুক্ত করা এবং তা মার্কিন সেনার নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এই অভিযান চালানো হবে। পরে নিজেই সেই অভিযান স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন। মনে করা হচ্ছে ইরানের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে আশাবাদী ট্রাম্প আপাতত অভিযান না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইরানের প্রেসিডেন্ট তাদের কূটনৈতিক তৎপরতা নিয়ে কথা বলেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁন সঙ্গে। ফোনলাপে তিনি অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর ইরানের আস্থার অভাবের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। বলেছেন

মার্কিন প্রশাসন বায়ে বায়ে অবস্থান বদল করায় তাদের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া গড়ে তোলার কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে এর পরেও কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যেতে তেহরানের কোনও আপত্তি নেই। এদিকে, ইজরায়েলের প্রত্নর নিয়ে আমেরিকা এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেখেনি। বেজমিন নেতানিয়াহু দেশে প্রথম থেকেই ইরানের বিরুদ্ধে হামলা বন্ধের বিরোধিতা করে আসছে। বস্তুত ইজরায়েলের ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়েই ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন বলে একাধিক মহলের খবর। এখন যখন আমেরিকা সেই যুদ্ধ থামাতে চাইছে তখন বৈক্য বসে ইজরায়েল। বেজমিন নেতানিয়াহু হুশিয়ারি দিয়েছেন, ইরানের পরিণতি প্যালেস্টাইনের মত হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইরানকে তিনি মুছে দিতে চান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ বন্ধে চুক্তি করার কথা ঘোষণা করতেই ইজরায়েল সূর চড়িয়েছে। সে দেশের সর্বোচ্চ সামরিক কমান্ডার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে বুধবার রাতে। যদিও কূটনৈতিক মহল মনে করছে ইরান প্রশ্নে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার ইজরায়েলকে পাশ কাটিয়ে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি করতে পারেন। কারণ আমেরিকার অভ্যন্তরে যুদ্ধ নিয়ে তিনি গুরুতর প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। যুদ্ধের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে মার্কিন অর্থনীতিতে। এর পাশাপাশি ট্রাম্পের জন্য অসম্ভবকর হয়ে উঠেছে তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুদের অসহযোগিতা। সামরিক জেটি ন্যাটো ভুক্ত দেশগুলি ট্রাম্পকে সহযোগিতা করতে রাজি হয়নি। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে আগামী ছ মাসের মধ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। মনে করা হচ্ছে সেই কারণেই ট্রাম্প পাকাপাকিভাবে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইছেন।

পাকিস্তানের বুকে ঢুকে জবাব ভারতের, যে যে কারণে সফল ‘অপারেশন সিঁদুর’



ঢুকেও আঘাত হানে। সিয়ালকোট, ডাওয়ালপুর সহ একাধিক জায়গায় জঙ্গিদের লঞ্চপ্যাড ধ্বংস করা হয় অপারেশন সিঁদুরে। এই অভিযানে লন্সব-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ ও হিজবুল মুজাহিদিন-এর ঘাটি লক্ষ্য করে আঘাত হানা হয়। ১০০-রও বেশি জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়, যার মধ্যে মাসুদ আজহারের পরিবারের সদস্যরা ছিল।

৩য় স্তর। সর্বাচ্চ ক্ষতি, ন্যূনতম প্রভাব-

এই অভিযানে ভারতের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রায় শূন্য ছিল। ভারতীয় বায়ুসেনা রাফাল, SCALP মিসাইল ও HAMMER-র মতো শক্তিশালী বোমা ব্যবহার করে মাত্র ২৬ মিনিটেই মিশন সম্পন্ন করেছিল। পাকিস্তানের নূর খান এয়ারবেস, সারগোখা এয়ারবেস-সহ মোট ১১টি ঘাটিকে আঘাত হানে ভারত। অন্যদিকে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আকাশচুম্বি ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তানের হোয়া শাখিক ভ্রোন ও

মিসাইল প্রতিহত করা হয়।

৪র্থ স্তর। আত্মনির্ভরতা-

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পিছনে ছিল তিন বাহিনীর সমন্বয় এবং আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ২০১৯ সালে চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ পদ তৈরি হওয়ার পর এই সমন্বয় আরও শক্তিশালী হয়েছে। দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ২০১৪-১৫ সালে যেখানে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৬,৪২৯ কোটি। তা ২০২৪-

মহুয়াকে বিমানে চোর চোর স্লোগান

নয়াদিল্লি, ৭ মেঃ জয় শ্রী রাম স্লোগান শুনতে হয়েছিল খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কোডের মুখে পড়েছে খোদ অভ্যেক্তও। এবার তৃণমূলের দাপুটে সাংসদ মহুয়া স্লোগান দেখেই ‘চোর চোর’ স্লোগান। তাও আবার বিমানে। আর সে কথা এঞ্জ হ্যান্ডলে পোস্ট করে নিজেই জামালেন মহুয়া। সেখানেই গোটা ঘটনার বিবরণও দেয়া। সেখানেই দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু ব্যক্তি বিমানের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রথমে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিচ্ছেন। লাগাতার জয় শ্রী রাম স্লোগানের মধ্যে ‘তৃণমূলের সবাই চোর’ বলেও স্লোগানও দেওয়া হয়। অনেক যাত্রীই অবাক চোখে কী হচ্ছে তা দেখতে থাকেন। পুরো ঘটনার বিবরণ পোস্টে দিচ্ছেন মহুয়া। এঞ্জ হ্যান্ডলে মহুয়া লিখছেন, ‘আজ আমি সংসদীয় প্রতিরক্ষা কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাচ্ছিলাম। আমি নিজের সিটেই ছিলাম। ৪-৬ জন লোকের একটি দল বিমানে উঠে আমার দিকে কুকচিকর ভাবে তাকায়। তারপরই বিমানের পিছনের দিকে চলে যায়। বিমানটি অবতরণের পর দরজা খোলার ঠিক আগে তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন।’

CHANGE OF NAME

I, Mahabir Kumar Dhanwal S/O Late Jethmal Jain (Old Name) Residing at PH-V, Block -21, Flat - 1D, 1st Floor, 493/CIA, G.T Road (South), District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my deceased father name from Jethmal Jain (Old Name) to Jethmal Dhanwal (New Name) and henceforth I shall be known as Jethmal Dhanwal (New Name) in all purpose, vide affidavit no 180 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata on Dated 07-05-2026. Jethmal Jain (Old Name) and Jethmal Dhanwal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Masud Hasan (old name) S/o- Lal Mohammad Residing at Dhullauri, Diar Fatepur, Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD MASUD HASAN to MD MASUD HASAN and henceforth I shall be known as MD MASUD HASAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/05/2026. MOHAMMAD MASUD HASAN (old name) and MD MASUD HASAN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rama Kirtonia (old name) S/o-Shreepati Kirtaniya residing at Bhayna, Bhayna, Hanskhali, Dist-Nadia, Pin-741502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RAMA KIRTONIA to RAMAPADA KIRT-TANIYA and henceforth I shall be known as RAMAPADA KIRTITANIYA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 07/05/2026. RAMA KIRTIONIA (old name) and RAMAPADA KIRTITANIYA (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Meherul Sk., my father's (Old Name) Sofir Sk resident of Palsanda, Ps-Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742159 do hereby declared that I have changed my father's name from Sofir Sk to Safir Sk and henceforth my father's name shall be known as Safir Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My father's name Safir Sk & Sofir Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rafikul Sk my father's (Old Name) Mokid Sk resident of Vill-Kumradaha , Po-Rajdharpura , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my father's name from Mokid Sk to Makid Sk and henceforth my father's name shall be known as Makid Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My father's name Mokid Sk & Mokid Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Obaidur Rahman (Old Name) S/O-Najrul Islam resident of Vill & Po-Mahadebnagar, Ps-Farakka, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742232 do hereby declared that I have changed my name from Obaidur Rahman to Md Obaidur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Obaidur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My name Md Obaidur Rahaman & Obaidur Rahman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Churamani Mondal (Old Name) W/O-Chandan Kumar Mandal resident of Vill-Shibpur Colony Haldirabi , Po-Hatnagar , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Churamani Mondal to Churama Mondal and henceforth I shall be known as Churamani Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My name Churamani Mondal & Churamani Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD. SERAJ S/o Md. Naimuddin Residing at Vill. Bankra, Kabar Para, New Basti P.O. Bankra, P.S. Domjur, Dist-Howrah(W.B), Pin-711403 do hereby solemnly affirm and declare That my Correct Name is MD. SERAJ instead of MD. SIRAJ MANSUR, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 24/04/2026. That I MD. SERAJ and MD. SIRAJ MANSUR is same one and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SHAMINA BEGUM W/O Sekh Altab Hossain Residing at Podra Masjid Para, P.S. Sankrail, Dist-Howrah do hereby solemnly affirm and declare That my Correct Name is SHAMINA BEGUM instead of SAMINA BEGUM and my husband's actual name SEKH ALTAB HOSSAIN instead of SK ALTAB, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 23/04/2026. That I SHAMINA BEGUM and SAMINA BEGUM is same one and identical person. SEKH ALTAB HOSSAIN and SK ALTAB is also same one and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Piyyush Agarwal (Old Name) S/O-Rakesh Agarwala resident of Town School Para , Po & Ps-Sainthia , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731234 do hereby declared that I have changed my name from Piyyush Agarwal to Piyyush Agarwala and henceforth I shall be known as Piyyush Agarwala (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/05/2026. My name Piyyush Agarwala & Piyyush Agarwal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Agarwal (Old Name) S/O-Rakesh Agarwala resident of Town School Para , Po & Ps-Sainthia , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731234 do hereby declared that I have changed my name from Rakesh Agarwal to Rakesh Agarwala and henceforth I shall be known as Rakesh Agarwala (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/05/2026. My name Rakesh Agarwala & Rakesh Agarwal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rachna Agarwal (Old Name) W/O-Rakesh Agarwala resident of Town School Para , Po & Ps-Sainthia , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731234 do hereby declared that I have changed my name from Rachna Agarwal to Rachna Agarwala and henceforth I shall be known as Rachna Agarwala (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/05/2026. My name Rachna Agarwala & Rachna Agarwal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shiuli Bibi (old name) W/O- Md Masud Hasan residing at Dhullauri, Diar Fatepur, Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHULI BIBI to SHI-ULI KHATUN and henceforth I shall be known as SHIULI KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/05/2026. SHIULI BIBI (old name) and SHIULI KHATUN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mast Rojina Bibi (old name) W/O- Md Samiul Hoque residing at Dakshin Latibergara, Banskara, Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742145 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MAST ROJINA BIBI to ROJINA KHATUN and henceforth I shall be known as ROJINA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 07/02/2026. MAST ROJINA BIBI (old name) and ROJINA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lalil (old name) W/O-Maimuddin Mandal residing at Dhanjania, Jagannathpur, Chanchal, Dist-Malda, Pin-732123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from LAILI to LAILI BIBI and henceforth I shall be known as LAILI BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 07/05/2026. LAILI (old name) and LAILI BIBI (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rifukul Sk (Old Name) S/O-Makid Sk resident of Vill-Kumradaha , Po-Rajdharpura , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Rifukul Sk to Rafikul Sk and henceforth I shall be known as Rafikul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My name Rafikul Sk & Rifukul Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subrata Kumar Bhattacharjee (Old Name) S/O-Rabindra Nath Bhattacharjee resident of 7/1 Jee Para Lane, Khagra, Berhampore, Murshidabad, West Bengal, Pin-742103 do hereby declared that I have changed my name from Subrata Kumar Bhattacharjee to Subrata Bhattacharjee and henceforth I shall be known as Subrata Bhattacharjee (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My name Subrata Bhattacharjee & Subrata Kumar Bhattacharjee both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Najrul Islam (Old Name) S/O-Giasuddin Biswas resident of Vill & Po-Mahadebnagar, Ps-Farakka, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742232 do hereby declared that I have changed my name from Md Najrul Islam to Najrul Islam and henceforth I shall be known as Najrul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My name Najrul Islam & Md Najrul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Annuwar Hossain (Old Name) S/O-Soleman Sk resident of Vill-Bilbari, Po-Bhat-tabati, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742149 do hereby declared that I have changed my name from Annuwar Hossain to Anuar Hossain and henceforth I shall be known as Anuar Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My name Annuwar Hossain & Annuwar Hossain both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, HEENA MOLLA D/o Latifuddin Molla Residing at Vill. Keshabpur, Molla Para, P.O. Keshabpur, P.S. Domjur, Dist-Howrah, Pin-711411 do hereby solemnly affirm and declare That my Correct Name is HEENA MOLLA instead of HEENA KHATUN alias HEENA MULLA, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah on 21/04/2026. That I HEENA MOLLA, HEENA KHATUN and HEENA MULLA is same one and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Farukuddin Molla S/o Jigrya Molla Residing at Vill. & P.O. Keshabpur, P.S. Domjur, Dist-Howrah do hereby solemnly affirm and declare That my Correct Name is Farukudin Molla instead of Faruk Molla, my son's actual name Anyora Molla instead of Anowara Begum, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah on 25/09/2025. That I Farukuddin Molla and Faruk Molla is same one and identical person. Anyora Molla and Anowara Begum is also same one and identical person.

বিয়ের মরশুম, ঐতিহ্যবাহী কাঁসা শিল্পে ব্যক্ততা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৭ মে : ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন জনপদ কেঞ্চাকুড়া। ইতিহাসের পাতায় যেমন এই জনপদের নাম উজ্জ্বল, তেমনই শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এর পরিচিতি সুদূরপ্রসারী। বিশেষ করে হস্তশিল্পের



ছোট ছোট কর্মশালা, যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিল্পীরা নিজেদের দক্ষতা দিয়ে তৈরি করে চলেছেন নানা সামগ্রী। এখন বিয়ের মরশুম। তাই কেঞ্চাকুরার কাঁসা শিল্পে ব্যক্ততা তুঙ্গে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কর্মশালাগুলিতে চলছে ছেনি-হাতড়ির নিরন্তর শব্দ। কারণ বিয়ে বাড়ির জন্য বেড়েছে কাঁসার খালার চাহিদা। শিল্পীদের দাবি, একটি কর্মশালায় প্রতিদিন প্রায় ১০ থেকে ১০০টি পর্যন্ত কাঁসার খালা তৈরি হচ্ছে। কোনও খালার ওজন তিন কেজি, কোনওটি পাঁচ কেজি, আবার কোনও কোনও বড় খালার ওজন পৌঁছে যাচ্ছে ১০ কেজি পর্যন্ত। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও বাইরে থেকেও আসছে অর্ডার। তবে কাঁসা শিল্পের এই সাময়িক ব্যস্ততা মায়েরে দুশ্চিন্তা পিছু ছাড়ছে না শিল্পীদের। একসময় কেঞ্চাকুরার কাঁি শিল্প ও তাঁত শিল্পও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু আধুনিকতার দৌড়ে এবং বাজারের প্রতিযোগিতায় সেই শিল্প আজ অনেকটাই মূর্খ অবস্থায়। নতুন প্রজন্মের অনেকেই আর এই পেশায় আসতে চাইছেন না। ফলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে বহু পুরনো ঐতিহ্য। শিল্পীদের আশঙ্কা, আর মাত্র দু’মাস পর বিয়ের মরশুম শেষ হলেই আবার কাঁসা শিল্পে নেমে আসবে মন্দা। তখন কাজের অভাবে সমস্যায় পড়বেন বহু কারিগর। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তাঁদের মনে কিছুটা আশার আলো জেগেছে। সরকারি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে যদি এই শিল্পগুলিকে নতুন করে তুলে ধরা যায়, তাহলে হয়তো আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কেঞ্চাকুড়ার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প।

৬১ দিনের ফিশিং ব্যান! নিষেধাজ্ঞার ফাঁকেই প্রস্তুতি মৎস্যজীবীদের, ট্রলার সারানোর ধুম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি, ৭ মে : কেউ রং করছেন, আবার কেউ পুরনো পাটাতন পরিবর্তন করছেন। কেউ আবার ফিশিং হওয়া ইঞ্জিন পরিবর্তন করছেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির সৌলা মৎস্য ঘাটে এখন চরম ব্যস্ততা। মৎস্য শিকার বন্ধ থাকলেও নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই ট্রলার মালিকদের। চারদিকে শুধু কাঁচ আর কাঁচ। কেউ কাজ মেরামত করছেন, কেউ লোহার অংশ জোড়া লাগাচ্ছেন। ঘাটজুড়ে শুইই হাতড়ির শব্দ, রঙের গন্ধ আর শ্রমিকদের ব্যস্ততার ছবি। বহু পুরনো ট্রলার নতুন রূপ পাচ্ছে। গত ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ৬১ দিনের ফিশিং ব্যান পিরিয়ড। এই সময়ে সমুদ্রে মাছ ধরার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মৎস্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, ১৪ জুন পর্যন্ত এই নিয়ম কার্যকর থাকবে। ফলে উপকূলবর্তী এলাকার হাজার হাজার মৎস্যজীবী আপাতত সমুদ্রে যেতে পারছেন না। অনেকের আয় বন্ধ হয়ে গেছে। তবুও তারা বসে নেই। এই সময়টাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন সকলে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশাপাশি তারা নৌকা আর জাল সারাইয়ের কাজেও লিপেছেন। কারণ, বিয়ের মরশুমেই তাদের মূল রোজগারের সময়। আপাতত মৎস্য শিকারে বিরতি। কিন্তু এই সময়টাকে কাজে যেতে দেননি ট্রলার মালিকরা। নিষেধাজ্ঞার এই সময়ে চলছে জোরকদমে মেরামতির কাজ। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত ট্রলার ও নৌযানগুলির সারাই হচ্ছে। কোথাও কাঁচ বদলানো হচ্ছে, কোথাও রং করা হচ্ছে। জাল ছেঁড়া থাকলে তা মেরামত করা হচ্ছে। পাশাপাশি নতুন জাল তৈরির কাজও চাচ্ছে। পুরোনো ইঞ্জিন পরীক্ষা করা হচ্ছে। যাতে মাৎসমুদ্রে কোনও সমস্যা না হয়। সব কিছু খুটিয়ে দেখা হচ্ছে। যাতে পশবর্তী মরশুমে ভাল প্রস্তুতি নিয়েই সমুদ্রে নামতে পারেন মৎস্যজীবীরা। সামুদ্রিক মৎস্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯৬ অনুযায়ী এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছে। এই আইনের ধারা ৪-এরটি উপধারা (১)-এর দফা (গ) ও (ঘ) অনুসারে এই সময়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রশাসনের তরফে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। যাতে কেউ নিয়ম ভাঙতে না পারে। এই নিষেধাজ্ঞা মূলত সামুদ্রিক মাছের প্রজনন রক্ষার জন্য। এতে ভবিষ্যতে মাছের পরিমাণ বাড়বে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে ট্রলার মালিকরা সারাইয়ের কাজ করছেন। বিরতির পর নতুন উদ্যমে আবার সমুদ্রে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সকলে।

রুটমার্চে কড়া বার্তা জেলাশাসকের, হিংসা রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল বর্ধমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৭ মে : রাজ্যে রাজনৈতিক জলাবদলের পর বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত অশান্তির আগহের মধ্যেই পূর্ব বর্ধমান পালয় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্রিয় তুমিকা নিল জেলা প্রশাসন। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বর্ধমান শহরের একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় রুটমার্চ করলেন জেলাশাসক। সম্প্রতি মেহেদিবাগে, লক্ষীপুর মাঠ, নীলপুর-সব বিভিন্ন এলাকায় টহলে নেন তিনি। রাস্তায় নগে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়ে জেলাশাসক জানান, আইন হাতে তুলে নিলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। রুটমার্চের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি এলাকাবাসীর মধ্যে একদিকে যেমন নিরাপত্তাবোধ বাড়িয়েছে, তেমনই দৃষ্টান্তদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট সতর্কবার্তাও দিয়েছে। কটমার্চ চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন জেলাশাসক। কোথাও রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়েছেন কি না, সেই বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি তিনি জানান, কোনও সমস্যা বা অভিযোগ থাকলে সাধারণ মানুষ নির্বাচন কমিশনের হেল্পলাইন নম্বর ১১৫০-এ যোগাযোগ করতে পারেন। প্রশাসন সত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই জেলায় ৫০ টিরও বেশি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশের পর দায়ের হওয়া সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ দস্তন্ত চাচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। প্রতিটি থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা অব্যাহত নিতে এবং সেই ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক রঙ না দেখার জন্যও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কাইি প্রশাসনের প্রথম অগ্রাধিকার বলে পুনরায় জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেন, গণনার পর থেকেই এলাকার ‘সেয়োরিভ’ বিজেপি কর্মীদের আনাগোনা বেড়েছে এবং তারাই অশান্তি ছড়াচ্ছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কটমার্চকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রশাসনের এই তৎপরতার পরিস্থিতি কটটা স্বাভাবিক হয়, এখন স্টেটই দেখার। তবে রাস্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল এবং প্রশাসনের কড়া অবস্থান আপাতত বর্ধমান শহরে সতর্কতার স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

ডোমজুড়ে ব্রহ্মাপূজা, কালী পূজা ও হরিনাম সংকীর্তন

সোমনাম চক্রবর্তী, হাওড়া, ৭ মে : ডোমজুড়ে ঝাঁপড়দহ বাজার ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন এর পরিচালনায় এবং দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ বাজার সমিতির সহযোগিতায় ব্রহ্মা পূজা, কালীপূজা ও ২৪ প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। গত ১ মে পূজা অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, অনুষ্ঠান চলবে ১২ মে পর্যন্ত। এবারের পূজো ৮৩ বছরের পালপর্ণ করেছে বলে জানিয়েছেন, ঝাঁপড়দহ বাজার ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত কুমার চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস ও সুশান্ত রক্ষিত এবং কোষাধ্যক্ষ সুব্রত পাড়ুই ।

গণযোগাযোগের জন্য মাসকট : পূর্ব রেলওয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পৃথিবীর সাথে নিবিড় সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করছে

কলকাতা, ৭ মে : পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের একটি পরিচ্ছন্ন রেলওয়ে জোনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং একটি উন্নত পৃথিবীর জন্য পরিচ্ছন্নতার সর্বব্যাপী বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস- এর নৈহাটি গ্রুপ আজ নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশন এবং নৈহাটি রেলওয়ে কলোনিতে একটি বৃহৎ আকারের সচেতনতামূলক প্রচার র্যালির আয়োজন করে। **আজকের প্রচারের মূল বৈশিষ্ট্য : মাসকটের অংশগ্রহণ-** জনপ্রিয় চরিত্র মিকি মাউস এবং ছোট ভীম শিশুদের আকর্ষণ করতে এবং তাদের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করতে অংশগ্রহণ করছে। **ব্যান্ড প্রদর্শন-** স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ব্যান্ড দল র্যালির নেতৃত্ব দেয় এবং পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে স্বচ্ছতা’র বার্তা ছড়িয়ে দেয়। **গণসচেতনতা-** সদস্যরা যাত্রী, দোকানদার এবং রেলওয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং তাদের যেখানে-সেখানে আবের্জনা না ফেলে ডাস্টবিন ব্যবহার করতে এবং স্টেশনের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখতে অনুরোধ করেন। তাছাড়া, আজ স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস -এর শিয়ালদহ জেলা সমিতির ১ম শিয়ালদহ গ্রুপ দ্বারা শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে আরও একটি স্বচ্ছতা সচেতনতামূলক প্রচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একটি পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে প্রাণবন্ত পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস আজ দুটি বড় ধরনের পরিচ্ছন্নতা সচেতনতামূলক প্রচার সফলভাবে চালিয়েছে, যা নৈহাটি ও শিয়ালদহ রেলওয়ে হাবকে নাগরিক অনুপ্রেরণার কেন্দ্রে পরিণত করেছে। **আইকনিক মাসকটের সাথে নৈহাটিতে স্বাস্থ্যবিধির স্বচ্ছতা উদ্‌যাপন** - পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস- এর নৈহাটি গ্রুপ জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বিনোদনের সাথে

বারও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, ফের হিন্দুস্থান সমাচারের চেয়ারম্যান নির্বাচিত অরবিন্দ মার্ডিকর

নয়াদিল্লি, ৭ মে : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবারও বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন অরবিন্দ ভালচন্দ্র মার্ডিকর। বৃধবার (৬ মে) নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হিন্দুস্থান সমাচার কো-অপারেটিভ সোসাইটি (লিমিটেড)-এর বিশেষ বার্ষিক সভায় তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এর পাশাপাশি, প্রবীণ সাবাদিক পদ্মবিভূষণ রাম বাহাদুর রায় এবং প্রখ্যাত সমাজকর্মী রবীন্দ্র মণিলাল সিংহি আবারও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস-এর ‘উমঙ্গ অডিটোরিয়াম’-এ আয়োজিত হিন্দুস্থান সমাচারের বিশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা এ বছর গঠনের পাশাপাশি চেয়ারম্যান নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। আগামী তিন বছরের জন্য, নাগপুর-নিবাসী অরবিন্দ ভালচন্দ্র মার্ডিকর আবারও সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে, ২০২৬ সালে তিনি প্রথমবারের মতো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যানের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আসন্ন তিন বছরের মেয়াদের জন্য, পদ্মবিভূষণ রাম বাহাদুর রায় এবং রবীন্দ্র মণিলাল সিংহি (মুইং) আবারও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মিডিয়া উপদেষ্টা অশোক ট্যান্ডন পরিচালনা পর্ষদের নবনির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া, পরেশচন্দ্র প্রেম মনোহর মাল্লিক (মুইং) এবং মঙ্গল প্রতাপ পাণ্ডে (রাঁচি)-যারা পূর্বে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন- তারাও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ইন্দোরেব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কমল কান্ত বশিষ্ঠও পরিচালনা পর্ষদের নতুন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। আইনজীবী ও রিটার্নিং অফিসার অজিত কুমার ধর্মীরতি বিধি অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করেন। চেয়ারম্যান হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর, পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য অরবিন্দ মার্ডিকরকে অভিনন্দন জানান। প্রবীণ সাংবাদিক রাম

করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে তৃণমূলের দখল হওয়া পার্টি অফিস ফেরালেন বিজেপির জয়ী প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায়

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৭ মে : পূর্বস্থলীর পারুলিয়া এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহের মধ্যেই এক বিবল সৌজন্য ও সহনশীলতার নজির গড়লেন নবনির্বাচিত বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায়।



দখল হয়ে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ফিরিয়ে দিয়ে করজোড়ে ক্ষমা চাওয়ার ঘটনায় প্রশংসায় ভাসছেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে তৃণমূল কর্মীরাও এই ঘটনাকে ইতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতির উদাহরণ হিসেবে দেখছেন। জানা গেছে, পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত পারুলিয়া এলাকায় গত মঙ্গলবার বিজেপির বিজয় দলিল বের হয়। অভিযোগ, সেই মিছিলের পর কিছু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ভাঙুর চালায় এবং সেখানে বিজেপির দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেয়। ঘটনার পর এলাকার রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল কর্মীদের দাবি ছিল, জোর করে তাদের পার্টি অফিস দখল করা হয়েছে। ঘটনার পর পৌঁছায় নবনির্বাচিত বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছ। এরপর বৃহৎপরিমার সকলে তিনি নিজের দলীয় কর্মীদের নিয়ে পারুলিয়ায় পৌঁছান। সেখানে গিয়ে তিনি

পদ্ম-ঝড়ে বেসামাল তৃণমূলের দুর্গা, জেলায় তবুও অটল নিশীথ-নবীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৭ মে : জেলার ১৪ টি বিধানসভায় গেকুয়া ঝড়ে জ্যোড়ফলের প্রার্থীরা হারলেও খণ্ডসোহ ও বর্ধমান উত্তর বিধানসভায় জয়ী নবীনচন্দ্র বাগ ও নিশীথকুমার মালিকা এই দুই কেন্দ্রে ২০২১-এও ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল। সেই ধারা বজায় রেখেছেন দুই প্রার্থী। বর্ধমান উত্তর কেন্দ্রের জয় নিয়ে শুরু থেকে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বর্ধমান-১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মানস ভট্টাচার্য। তিনি বলছেন, ‘আমি একা কিছুই নই। দলীয় কর্মীরা ভরসা দিয়েছেন। মানুষের কাছে গিয়ে সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে ভোট চেয়েছি। ব্লকের মানুষকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রতি আস্থা রাখার জন্য।’ ভাতার এলাকার দুটি পঞ্চায়েত পেন্ডিয়া ও কুড়ুমু থেকে তৃণমূল লিড পেয়েছে। জয়ী নিশীথের মন্তব্য, ‘মানুষ আমাদের উপরে আস্থা রেখেছেন। গণনায় ১৫ রাউন্ড পর্যন্ত ১৬ হাজার ভোট জিতেছিল। আমাদের জোর করে বের করে দেওয়া হয়। পরে আমাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তখন দলি জয়ের ব্যবধান ৬৭০০। কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন। সহায়তা করেছেন ওরা।’ এলাকার বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় দাসের বক্তব্য ‘আমাকে জোর করে হারানো হয়েছে। ১২ রাউন্ড পরেও আমি জিতছিলাম। গণনাকেন্দ্রের আরও হারান আমাকে। রাত সাড়ে ৯টার সময়ে নিশীথকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। আমি দুপুর থেকেই রিকার্ডসিগের আবেদন করছি, কিন্তু উনি শোনেননি। জোর করে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে আমাকে বের করে দিলে। খণ্ডসোহ বিধানসভায় গণসিংহ ও জৈন্তপাড়া এলাকায় জিতে আট হাজারের কিছু বেশি ভোট জিতেছেন নবীন। প্রথম থেকেই ব্লক সভাপতি অপার্থির্ব ইসলামের সঙ্গে তার বিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল। নিষ্ক্রিয় হয়ে যান ব্লক সভাপতি। নবীন বললেন, ‘মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছি। এলাকার উন্নয়ন করছি। আগামিদিনেও করব।’ অপার্থিব বলছেন, ‘ফলে পরিষদ, ২০২১-এ ২১ হাজার, ২০২৪-এ ৬৭ হাজার ভোটই এখান থেকে দল জিতেছে। এ বার তা দাঁড়িয়েছে ৮২৭৩। আমার কিছু বলায় নই, আর রাজনীতির সঙ্গে নেই।’ খণ্ডসোহের বিজেপি প্রার্থী সৌমেন ধারাব বক্তব্য, ‘দলের কিছু লোক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কাউন্সিল নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। ১৮ থেকে ২০ হাজার ভোট জেতার কথা ছিল।’

ঐতিহ্যকে মিশিয়ে নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশন ও রেলওয়ে কলোনির রাস্তা ও প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রচার চালায়। **নৈহাটি প্রচারের বিশেষ দিক : আইকনদের ক্ষমতা** - নতুন প্রজন্মকে যুক্ত করার এক অভিনব পদক্ষেপে, জনপ্রিয় মাসকট মিকি মাউস এবং ছোট ভীম র্যালিতে যোগ দেয়। তাদের উপস্থিতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শিশু ও পরিবারগুলোর কাছে স্বাস্থ্যবিধির বাস্তবিক সজ্ঞ করে তোলে। **সচেতনতার সুর-** স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ব্যান্ড দল শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেয় এবং আবের্জনা-মুক্ত ভ্রমত গড়ার প্রচারা চালানো রঙিন পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের এক সমুদ্রের মাঝে একটি ছন্দময় আবহ তৈরি করে। **সরাসরি সম্প্রদায় সংযোগ**: সদস্যরা গ্রাউন্ড ভু -লেভেল ডিপ্লোম্যাসি বা মাঠ পর্যায়ের জনসংযোগে যুক্ত হন এবং যাত্রী, স্থানীয় দোকানদার ও রেলওয়ে কলোনির বাসিন্দাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল স্পষ্টঃ যত্রতত্র আবের্জনা ফেলা বন্ধ

করেন। নিজের ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্যে অরবিন্দ মার্ডিকর এই সমস্ত সাফল্যের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠানের

বাহাদুর রাই-অরবিন্দ মার্ডিকরের এখন পর্যন্ত কর্মজীবনের (পূর্ববর্তী মেয়াদ-সহ) উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তিগুলি তুলে ধরে বলেন, তিনি প্রতিটি চ্যালেঞ্জের সরাসরি মোকাবিলা করার পাশাপাশি সর্বদা ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে অন্য সর্বকিছুর উপরে অগ্রাধিকার দিয়েই এনেছেন। রবীন্দ্র মণিলাল মন্তব্য করেন, আমাদের স্যোরম্যান-ধিনি অকুণ্ঠত প্রাণশক্তিতে ভরপুর-তার বলিষ্ঠ মস্তিষ্কে ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-এর ভবিষ্যত সুরক্ষিত এবং এই প্রতিষ্ঠানটি প্রচলিত পথে অবিলম্বে গতিতে এগিয়ে চলেছে। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা অরবিন্দ মার্ডিকরের মেয়াদে হিন্দুস্থান সমাচার-এর আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার পাশাপাশি বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। নিজের ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্যে অরবিন্দ মার্ডিকর এই সমস্ত সাফল্যের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠানের

অভ্যন্তরে কর্মরত তাঁর সকল সহকর্মীর কঠোর পরিশ্রম ও অবিশল নিষ্ঠার ওপর অর্পণ করেন। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে যখন হিন্দুস্থান সমাচার-এর ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব প্রখ্যাত শিল্পপতি এবং এসআইএস-এর প্রতিষ্ঠাতা আর কে সিনহার ওপর ন্যস্ত করা হয়, তখন অরবিন্দ মার্ডিকর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। ২০১৮ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০২০ সালে কোভিড অতিমারীর অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তার ওপর নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে, ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে-আর কে সিনহার পদত্যাগের পর-অবশিষ্ট এক বছরের মেয়াদের জন্য তাকে চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা

টেঙার নিউগার

ককন, ডাস্টবিন ব্যবহার করুন এবং স্টেশনের পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিন। শিয়ালদহে

যাত্রীর কাছে স্বচ্ছতার বার্তা পৌঁছেছে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম

মাঝি বলেন, এই উদ্যোগগুলো পূর্ব রেলওয়ের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার সর্বব্যাপী প্রচেষ্টার অংশ। শৃঙ্খলা ও সোয়া নিবেদিত সংস্থা ‘ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস’-কে যুক্ত করার মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে কেবল সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বাইরে গিয়ে জনমানুষের আচরণের স্থায়ী পরিবর্তনে কাজ করতে চায়।

হয়। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি প্রথমবারের মতো চেয়ারম্যান পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

বিজিঞ্জি	
 আমার মজেল মাল্গী কিশ, স্বামী- মন্ডেন নাথ কিস্ত, সাং- নদপুর, নদপুর, সারাইল, হাওড়া, বিগত ইংরাজী- ২২ ০৪২০২৬ তারিখে রানিহাটি রেঞ্জিঃ অফিসে রেঞ্জিঃ কৃত ০৫০৫১৯৫ নং বিজ্ঞম কোলা দলিল ধারা সারাইল গ্রাম পিটা- স্তায়ম চন্দ দাস এর নিকট ইহতে হাওড়া জেলার সারাইল থানার অধীন নদপুর মৌজায় জে.এল.- ১২ নং ভুক্ত, এল. আর. ১৮৮৭, ১৮৮৯, ১৮৪০, ১৮৪১ নং খতিয়ানে এল. আর. ৪৮৮ নং দাগে শালি সোটি ০২ কঠা সম্পত্তি জন্ম করিয়েছে। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১৬ ০৮২০২৫ তারিখে রানিহাটি রেঞ্জিঃ অফিসে রেঞ্জিঃ কৃত ০৫০৫০৩০৬ নং বিজ্ঞম কোলা দলিল ধারা রাশোম গুহুইই পিটা কালীন্দ্র গুহুইই দিল্লির নিকট ইহতে বরিল মুন্ডে উপরিউক্ত সম্পত্তি জন্ম করিয়াছিলেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা ধরা বিগত ইংরাজী- ২০১৫ সালে হাওড়া ডিঃ রেঞ্জিঃ অফিসে রেঞ্জিঃ কৃত ০৪ নং বিগত ০৭ নং আমতোক্তারনামা দলিল মুন্ডে বিক্রেতা ঘুরে পক্ষে পলকড়ি চ্যাট্জী পিতা- ধীতেশে নাথ চ্যাট্জী, সাং- চেলুয়াী, পিলা, হাওড়া মহাশয়ে আমতোক্তার নিম্নত্ব করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা ইংরাজী-২০০৮ সালে রানিহাটি রেঞ্জিঃ অফিসে রেঞ্জিঃ কৃত ০৪০৭ নং বিজ্ঞম কোলা দলিল ধারা সারাইল বরহাম মালিক পিতা- হায়েদ বলির মালিক দিল্লির নিকট ইহতে বরিল মুন্ডে উপরিউক্ত দাগে ০৪ কঠা সম্পত্তি জন্ম করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা রন বিগত ইংরাজী-২০০৮ সালে রাহিহাটি রেঞ্জিঃ অফিসে রেঞ্জিঃ কৃত ০৪ নং বরির ০৮৫ নং আমতোক্তারনামা দলিল মুন্ডে বিক্রেতা ঘুরে পক্ষে মেহন স্তায় নম্বর পিতা- সুরেন নম্বর, সাং- নদপুর, সারাইল, হাওড়া মহাশয়কে আমতোক্তার নিম্নত্ব করিয়াছেন। উক্ত বিক্রেতার বিয়ে কোন আধার থাকিলে এক মাসের মধ্যে বিঃ এল. কাল এল. আর. ও সারাইল অফিসে যোগাযোগ করিলেন।	
 Rimo Bhakta Advocate District Judge Court, Purulia Enrolment No: F-209/210 of 2006	
 রত্নিয়া ডিভিশনে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ টেঙার নৈশিথ নম্বর ১ ০৭ইএনজিভি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭; তারিখ: ০৫-০৫-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কড়কু নিলমিহিত কাজের জন্য ই-টেঙার অফিস করা হচ্ছে। টেঙার নম্বর ২: আইটমের সক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিএন/বরপূর্ণ ঘাটের অধীনের জামিরা-ভৈরবর মায়ের ৭৭৮৯-৬৮৭১ কিলোমিটারে নী ২৬ক্ষম এবং স্পারের কাজ। টেঙার রানি ৩৬৮৬,৪৭৭৮/৮ টা। বায়না রাশিঃ ৫৩৯,৭০০/- টাকা। টেঙার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সমায়ঃ ২৮-০৫-২০২২ তারিখের ১৫.০০ ঘটায় এবং খোলা মাফেঃ ২৯-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটায়। উপলব্ধ ই-টেঙারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেঙার প্র-পত্র আগামী ২৮-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘট্য পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়ে বহাইটে পাওয়া যাবে।	
 ডিভারএন (ডরিউ),রত্নিয়া উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রমা ভিত্তি মন্ডের কোয়া	
 ই-টেঙার নোটিস নং. এসসিএল-ইএনজিভি-৩০-২০২৬। নিচে উল্লিখিত কাহানের (হে) নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেঙার অফিস করবেঃ আইটমের সক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিএন/বরপূর্ণ ঘাটের অধীনের জামিরা-ভৈরবর মায়ের ৭৭৮৯-৬৮৭১ কিলোমিটারে রানি ২৬ক্ষম এবং স্পারের কাজ। টেঙার রানি ৩৬৮৬,৪৭৭৮/৮ টা। বায়না রাশিঃ ৫৩৯,৭০০/- টাকা। টেঙার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সমায়ঃ ২৮-০৫-২০২২ তারিখের ১৫.০০ ঘটায় এবং খোলা মাফেঃ ২৯-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটায়। উপলব্ধ ই-টেঙারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেঙার প্র-পত্র আগামী ২৮-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘট্য পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়ে বহাইটে পাওয়া যাবে।	
 ডিভারএন (ডরিউ),লাসডিং, শিলাস উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রমাভিত্তি ঝাক পদবিঘো	

ANGEL ONE LIMITED
Regd. Off: 601, 6th Floor, AKCRUTI STAR, CENTRAL ROAD, MIDC, ANDHERI EAST, MUMBAI -400093
Centralized desk : 1800102020 Email id : support@angellone.in
Member of : NSE / BSE / BSE REMISIER / MCX / MCX S / NCDEX
Member Ids : NSE : 12798, BSE : 612, MCX : 16854, NCDEX : 00220 SEBI Registration No: INZ000161585
NOTICE
 This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory reasons/concerns.

নোটিশে বিবরণঃ নথিভুক্ত আবেদনে উল্লেখ্য এই পক্ষসহ প্রদ্রণ করা হচ্ছে। উল্লিখিত ক্ষমতায়ী। সং-স্বাক্ষরকারী এবং আধিকারিকের নামের ওপর করা হচ্ছে যে, এই সোটিস প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫০ দিনের মধ্যে কোনো পালনা এবং এর সাথে যুক্ত ভবিষ্যত সুবি পদিশোম কখন অন্যান্য (বাজার কাইনাল লিমিটেডের প্রমা তথ্যে) কাহানির পর প্রতিকারের বিরুদ্ধ প্রদ্রণ না হয়েও/। ‘গার্বিক সম্পদের সিগিউটিংকালীন ও পুনরিত্তি এর নিমাপত্তা ব্যাপী করলরকাল হক, ২০২৫-এর ২০১৪) ধারানি বানান অনুযায়ী, বাসায়তরকাল স্পষ্ট / রক্ষণ সারকাল প্রদ্রণ হওয়ার মধ্যে পালনা দলিল লক্ষণে প্রদ্রণ করা হয়ে। উল্লিখিত ক্ষমতায়ী আরও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন উপরোক্ত সম্পত্তিগুলো হস্তান্তর না করেন। সোপারের প্রমা তথ্যে ত্রুটি মনে হলে তাই না করেন-এই সম্পত্তিগুলোতে ওপর বাজার কাইনাল লিমিটেডের চার্জ বিলানি করুন।

স্থান - কলকাতা তারিখঃ- ০৮ ০৫ ২০২৬

অলিম্পিকের পর আবার স্বপ্নভঙ্গ

এশিয়ান গেমসে ফেব্রার লড়াইয়ে বড় ধাক্কা বিনেশের!

নয়াদিল্লি, ৭ মেঃ আবার স্বপ্নভঙ্গ বিনেশ ফোগটের। ঠিক যেমন হয়েছিল ২০২৪ অলিম্পিক গেমসে, ঠিক সেভাবে আবার বিনেশ ডিসকোয়ালিফাই হলেন। তবে, এবার কারণ আলাদা। ১৮ মাস পর আবার কুস্তিতে ফেরার জন্য লড়াই করছিলেন তিনি। এশিয়ান গেমসে নামার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বিশেষ, কিন্তু আবার ধাক্কা খেল তাঁর প্রত্যাবর্তন। এশিয়ান গেমসের জন্য ট্রায়ালেই নামতে পারবেন না তিনি, জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় কুস্তি সংস্থা। দিন কয়েক আগেই ডোপ পরীক্ষা না দেওয়ায় বিনেশকে সতর্কবার্তা দিয়েছিল কুস্তি ফেডারেশন। গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর ডোপিং নিয়ন্ত্রণ সংস্থা



কর্তারা বেঙ্গালুরু গিয়ে এক ঘট্টা অপেক্ষা করলেও বিনেশকে পাওয়া যায়নি। নিয়ম অনুযায়ী, ডোপ পরীক্ষার আগে প্রত্যেক ক্রীড়াবিদকে প্রতিদিন এক ঘট্টার একটি ‘স্ট্রট’ ফাঁকা রাখতে হয়, এবং সেই সময়ের কথা জানাতে হয় ডোপ সংস্থাকে। যেকোনও দিন পরীক্ষা হতে পারে। কিন্তু বিনেশকে যে পাওয়া যায়নি, সেটাই সম্ভ্যাকে জানানো হয়েছিল। এরপরেই বিনেশকে এর পক্ষে যুক্তি দিতে বললে তিনি ১৯ জানুয়ারি বলেছিলেন, হরিয়ানা বিধানসভার শীতকালীন সভায় যোগ দেওয়ার জন্য চণ্ডীগড় গিয়েছিলেন তিনি। এর পাশাপাশি, তাঁকে সন্তানের দেখভাল করতেও বাড়ি যেতে হয়েছিল। দুইয়ের কোনো উত্তরেই সম্ভ্রষ্ট হাননি ইন্টারন্যাশনাল টেস্টিং ফেডারেশন বা আইটিএ। তাদের দাবি ছিল, নিজের সময় ও অবস্থান সম্পর্কে আইটিএ-কে জানানোটা প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কর্তব্য। আরও একবার একই ঘটনা ঘটলে তাঁকে

নির্বাসিত করা হবে। তবে এবার ভারতীয় কুস্তি সংস্থার নিয়মের ফাঁসে আটকে গেল বিনেশের প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন। নিয়মে রয়েছে, এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে সুযোগ পেতে সবার প্রথমে খেলতে হবে ওপেন র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতা। কিন্তু যে কেউ এই টুর্নামেন্টে নামতে ২০২৫ কুস্তির প্রতিযোগিতা বা ২০২৬ ফেডারেশন কাপ বা অনূর্ধ্ব ২০ জাতীয় প্রতিযোগিতাতে পদক জিততে হবে। সুতরাং, অপেক্ষা আরও বাড়ল এই সেনার মেয়ের। অতীতে ২০২৪ সালে অলিম্পিকে তিনি ৫০ কেজির কুস্তি বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরপর ৬ ম্যাচ জিতে ফাইনালে

ব্যবসা বাড়াতে আইপিএল-এ ‘বলির পাঁঠা’ বোলাররা?

পিচ নিয়ে ৬ নির্দেশ বোর্ডের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৭ মেঃ কয়েকদিন আগেই দিল্লি ক্যাপিটালসের হেড কোচ হোমাং বাদানি চর্চায় উঠে এসেছেন এক মন্তব্য করে। ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচ খেলে চারটেই হারার পরে তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, এই মরশুমে কোনও দলই ঘরের মাঠে খেলার বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে না। বিসিসিআই-এর স্পন্সি নির্দেশ রয়েছে যাতে হোম টিমের নির্দেশে বিশেষ ভাবে পিচ না তৈরি করা হয়, এমনটাই জানিয়েছিলেন বাদানি। আর ডিসি কোচের এই দাবি ভিত্তিহীন নয়। পরিসংখ্যানও বলছে সেই কথা। পিচ বানানোর ক্ষেত্রে কিউরেটরদের ঠিক কী নির্দেশ দিয়েছে বিসিসিআই? একাধিক রিপোর্টে প্রকাশ, আইপিএল-এর প্রত্যেকটা ম্যাচে পিচ তৈরিতে নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তাই প্রতিটা ম্যাচেই দাপট দেখাচ্ছেন ব্যাটাররা। পিচ থেকে ন্যূনতম সাহায্যও পাচ্ছেন না বোলাররা। প্রতিটা ম্যাচেই মাঠে উপস্থিত

থাকছেন বোর্ডের একজন পিচ কিউরেটর।

কী নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড?

- প্রতি ম্যাচে সবচেয়ে কম সাহায্য পাবেন বোলাররা।
- স্থানীয় কিউরেটরদের সঙ্গে প্রতি



ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন বিসিসিআই-এর একজন কিউরেটর, যাতে হোম টিম বিশেষ অনুরোধ না করতে পারে। • আইপিএল-এর ফাইনাল ও প্লে-অফের ম্যাচের বোর্ডের কিউরেটররাই পিচ তৈরি করবেন। • সবচেয়ে বেশি ৭৭ মিটার দূর পর্যন্ত

বাউন্ডারি রাখা যাবে। • পিচ এমন ভাবে বানাতে হবে যাতে সামান্য ল্যাটারাল মুভমেন্ট পাওয়া যায় এবং বাড়তি স্পিন না হয়। • শুকনো পিচ এড়ানোর জন্য ঘাসের কভার দেওয়া বাধ্যতামূলক পরিসংখ্যানও বলছে সেই কথা। এই মরশুমে পেসাররা মোট ৬৮৫ উইকেট নিয়েছেন। সেখানে স্পিনাররা পেয়েছেন ১৬৮ উইকেট। এই নিয়ে মুখ খুলেছেন আইপিএল-এর এক ক্র্যাশ্বাইজির সঙ্গে মুক্ত একজন। তিনি বলেন, “কিছু দলের স্পিন আক্রমণ শক্তিশালী। তারা ধীরগতির পিচ পছন্দ করে। যাদের পেস আক্রমণ শক্তিশালী তারা অন্য পিচ চায়। তবে এখন সব পিচই একই রকমের।” প্রতিটা ম্যাচেই বল সহজে ব্যাট আসছে। এই আইপিএল-এই সবচেয়ে বেশি ব্যাটং রান বেস্ট ও সেরা ব্যাটিং স্ট্রাইক রেটের নজির তৈরি হয়েছে। ৪৯টা ম্যাচের মধ্যে ৪১বার ২০০-র বেশি রান উঠেছে। অর্থাৎ, হাইস্কোরিং ম্যাচ করতে গিয়ে বোলারদের ব্যর্থত্বই হয়ে উঠেছে এই আইপিএল।

দেশের ডাক উপেক্ষা, আগে আইপিএল!

পাকিস্তান সফর এড়িয়ে প্লে-অফেই মন কামিন্স-হেজলউডদের

নিজস্ব প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক সিরিজ সামনে। অস্ট্রেলিয়ার পাকিস্তান সফর দরজায় কড়া নাড়ছে। কিন্তু সেই টুরে দেশের জার্সি গায়ে মাঠে নামার চাইতে আপাতত আইপিএলের প্লে-অফ বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্যাট কামিন্স, জশ হেজলউড, মিশেল স্টার্কদের কাছে। ক্রিকেট ক্যালেন্ডারের নতুন বাস্তব হয়তো এটা-ই-বোর্ড অপেক্ষা করতে পারে, ফ্র্যাঞ্চাইজি নয়! একটি ওয়েবসাইটের রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াডে এই তিন পেসার থাকার সম্ভাবনা কার্যত নেই। কারণ, তাঁদের আইপিএল টিম প্লে-অফের দৌড়ে টিকে। ফলে যে মাসের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানে উড়ে যাওয়ার বদলে কামিন্সরা ভারত থেকে আইপিএলের নকআউট খেলতে চান। অস্ট্রেলিয়ার পাক-সফর শুরু হচ্ছে ৩০ মে। চলবে ৪ জুন পর্যন্ত। তারপর বাংলাদেশে ওয়ান ডে ও টি-২০ সিরিজ। অন্যদিকে আইপিএলের লিগ পর্ব শেষ হবে ২৪ মে। প্লে-অফ ও ফাইনাল চলবে ৬১ মে পর্যন্ত। অর্থাৎ, হিসেব খুব পরিস্ফুট। একদিকে জাতীয় দল। অন্যদিকে কোটি টাকার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। আপাতত হেজলউডদের আগ্রহের স্কোরবোর্ডে দ্বিতীয় অশ্বিন এগিয়ে। প্যাট কামিন্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক। চোট কাটিয়ে ফিরে দলের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছেন। জশ হেজলউড

রয্যালি চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে দুরন্ত ছন্দে। অন্যদিকে মিশেল স্টার্ক চোটের পর দিল্লি ক্যাপিটালসে ফিরে দ্রুত বোলিং আক্রমণের হাল ধরেছেন। যা পরিস্থিতি, তাতে তিমজনেরই আইপিএল যাত্রা দীর্ঘ হতে পারে। তবে সব অজি ক্রিকেটার যে পাকিস্তান সফর মিস করবেন, তা নয়। যে সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজির প্লে-অফে ওঠার

শোনা যাচ্ছে, চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পাওয়া নাথান এলিস নাকি আবার বোলিং শুরু করেছেন। এর ফলে তিনিও নির্বাচনের দৌড়ে ফিরতে পারেন। ক্রিকেটের ক্যালেন্ডার বদলেছে, অগ্রাধিকার অস্ট্রেলিয়া শেষবার ২০২২ সালে পাকিস্তানে ওয়ান ডে সফরে গিয়েছিল। সেই সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে নেয় পাক টিম।



সম্ভাবনা কম, সেই দলের ক্রিকেটাররা সময়মতো জাতীয় শিবিরে যোগ দিতে পারেন। এমন তালিকা রাখছেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের মিশেল মার্শ, জশ ইংলিস এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্যামেরন গ্রিন। পাশাপাশি পাঞ্জাব কিংসের কুপার কনালি, জেডিয়ার বাটলেট, বেন ডোয়ারশুইস এবং চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাট শর্টও নির্বাচকদের ভাবনায়। পাকিস্তান সুপার লিগ খেলা অ্যাডাম জাম্পা, মার্নাস লাবুশেনদের ফেরানো হতে পারে। উইকেটবিগার অ্যালেক্স কেরির দলে থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

এবারের সফর শুরুর আগে যদিও আলোচনার কেন্দ্র ক্রিকেট নয়, ক্রিকেটারদের অগ্রাধিকার। একসময় জাতীয় দলের ভাঙে তারকা খেলোয়াড়দের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট ছাড়তে দেখা যেত। ইদানীং উল্টো ছবিটাই বেশি চোখে পড়ছে। ক্যালেন্ডার ঠাসা, শরীরের চাপ আলাপা, অর্থের হিসেবও কম নয়। ফলে ক্রিকেটারদের সিদ্ধান্তে বিশ্ময়কর কিছু নেই। দেশের হয়ে সিরিজে নামার আগে আইপিএলের প্লে-অফকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘটনা আধুনিক ক্রিকেটের নতুন সমীকরণ স্পষ্ট করে দিল।

বায়ার্নকে রুখে দিল পিএসজি! টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে লুইস এনরিকের দল

ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখার প্রত্যয় জানিয়েছিলেন বায়ার্ন মিউনিখ কোচ ভেসোঁ কম্পানি। কিন্তু সেরা ফর্মের ধারেকাছেও যেতে পারল না তার দল। শেষ সময়ে গোল শোখ করে হার এড়াতে পারল বটে কিন্তু বিদায় ঠেকাতে পারল না তারা। আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠল পিএসজি।

সংবাদ সংস্থা, মিউনিখ, ৭ মেঃ মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বুধবার রাতে সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে ১-১ ড্র হয়েছে। দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৫ গোলের অগ্রগতিয়া শিরোপার মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে লুইস এনরিকের দল। ম্যাচের শুরুতে উসমান দেন্বেলের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। প্রায় পুরোটা সময় নিজের ছায়া হয়ে থাকা হারি কেইন যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে সমতা টানেন। প্রথমার্ধে বায়ার্নের তোলা দুটি হ্যান্ডবলের জোরাল আবেদন নাকোচ করে দেন রেফারি, যা নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখায় আয়োজকরা। নিশ্চিতভাবে ম্যাচের পরও বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে ওই দুটি ঘটনা। এই মাঠে গত আসরের ফাইনালে ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে গুঁড়িয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল পিএসজি। সেখানে ফিরে এবার ম্যাচ জিততে না পারলেও, লক্ষ্য পূরণ হলো তাদের। এখন টানা দ্বিতীয় শিরোপা থেকে স্নেহ একটি জয় দুই ফরাসি চ্যাম্পিয়নারা। আগামী ৬০ মে হাম্পডের বুনাপেস্টে ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ আর্সেনাল, যারা ফাইনালে উঠেছে ২০ বছর পর। ম্যাচে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গোলের জন্য ১৮টি শট নিয়ে কেবল ছয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বায়ার্ন। পিএসজির ১৫ শটেই সাতটি ছিল লক্ষ্যে। প্রথম লেগে একটিও গোল

করতে না পারা মানুষের নয়। এবার দারুণ কিছু সেভ করেন। ল্যারিসে ৯ গোলের পাগলাটে লড়াইয়ে ৫-৪ ব্যবধানে জয়ী পিএসজি এবার তৃতীয় মিনিটেই



এগিয়ে যায়। বাঁ দিক দিয়ে বজ্রে ঢুকে কাটা-ব্যাক করেন খাভিরা কাভারাসখেলিয়া আর বাঁ পায়ের শটে বল জালে পাঠান অরক্ষিত ব্যালন দ’র জয়ী দেন্বেলে। এই অ্যাসিস্টে দারুণ এক কীর্তি গড়লেন কাভারাসখেলিয়া। তিনিই প্রথম খেলোয়াড়, যিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এক আসরে নকআউট পর্বে টানা সাত ম্যাচে গোল আনেন অ্যাসিস্ট

করলেন। ২১তম মিনিটে গোল করার সুযোগও পেয়ে যান কাভারাসখেলিয়া। তবে তার শট পেনাল্টির দাবি জানায় বায়ার্ন। কিন্তু ফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে অভিজ্ঞ

নিজেদের বজ্র বল ক্রিয়ারে চেষ্টায় শট করলে তারই সতীর্থ জেয়াও নেভেসের হাতে লাগে। এবার পেনাল্টির দাবি জানায় বায়ার্ন। কিন্তু এবারও তাদের দাবি নাকোচ করে

গোলরক্ষক মাতভেই সাফানভ। গোলের জন্য বায়ার্নের বড় ভরসা যিনি, সেই কেইনকে প্রথমার্ধে সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওলিসেও ভালো খেলতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধেও পিএসজির শুরুটা হয় ইতিবাচক। মুহূর্তের ব্যবধানে দিঞ্জিরে দুয়ে ও কাভারাসখেলিয়ার শট ঠেকিয়ে বায়ার্নকে লড়াইয়ে রাখেন নয়রা। ৬৪তম মিনিটে দুয়ারের আরেকটি শট ফিরিয়ে দেন তিনি। এই আরও বায়ার্ন প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় ৬৯তম মিনিটে। কাছ থেকে লুইস দিয়াসের জোরাল শট ঠেকান সাফানভ। পরের মিনিটে ওলিসের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করে দেন তিনি। ৭২তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ হাতছাড়া করেন দুয়ে। কাভারাসখেলিয়ার চমৎকার পাস বজ্র পেয়ে বাইরে মারেন এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। আট মিনিট পর দারুণ সুযোগ পেয়েও কাছ থেকে ঠিকসেটা শট নিতে পারেননি কাভারাসখেলিয়া। পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে ম্যাচে সমতা টানেন কেইন। আলফ্রেস ডেভিসের পাস বজ্র নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাঁ পায়ের চমৎকার শটে জালে পাঠান ইংলিশ স্ট্রাইকার। ওই গোলে হয়তো কিছুটা আশা জাগে বায়ার্ন শিবিরে। কিন্তু বাকি সময়টুকুতে অভাবনীয় কিছু তারা করে দেখাতে পারেনি। শেষ বাঁশি বাজতেই উল্লাসে মেতে ওঠে পিএসজি শিবিরে।

ডার্বির আগে ফোকাস গোয়া ম্যাচ, বাগানের স্বস্তি বাড়ালেন আপুইয়া!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মেঃ রাজ্যের মতোই আইএসএলের টেবিলেও পালাবদল ঘটে গিয়েছে। এই মুহূর্তে আইএসএলের শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল। তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপারজয়েন্ট বর্তমানে তৃতীয় স্থানে। আগের ম্যাচ অর্থাৎ নর্থইস্ট ম্যাচে গুয়াহাটিতে বাগান জিতলেও সেই ম্যাচে খেলতে দেখা যায়নি আলবার্তো রদ্রিগেজ ও আপুইয়াকে। কিন্তু একসি গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আপুইয়াকে নিয়ে স্বস্তিতে বাগান শিবির। আজ সকালেই গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় মোহনবাগান। তবে সূত্রের খবর, আপুইয়াকে হয়ত ৯০ মিনিট নাও খেলতে পারেন বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা। প্রায় দুই সপ্তাহ পর আবার আইএসএলের ম্যাচ খেলতে নামবে মোহনবাগান। তার মধ্যেই ঘটছে লিগ টেবিলে বদল। স্বাভাবিক ভাবে, দলকে নিয়ে চিন্তিত বাগান কোচ। এর মধ্যে ১০ দিন পর ডার্বি ম্যাচ থাকলেও সেই



ম্যাচ নিয়ে এখনই ভাবতে চান না তিনি। ডার্বির আগে ওই ম্যাচ নিয়ে বিদ্যুদ্গতির আগ্রহী নন লোবেরা। ডার্বির আগে আরও দুটি ম্যাচ খেলবে সবুজ-মেরুন। সেই ম্যাচগুলি নিয়েই ভাবছেন বাগান কোচ। আগের ম্যাচে বৃষ্টিমাত্র গুয়াহাটি স্টেডিয়ামে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকলেও বাগানের চিন্তা ছিল চোটা। খুব একটা অসুবিধে না হলেও বৃষ্টির জন্য প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে দুই দল। এমনকি প্রায় ৪৫ মিনিট খেলা বন্ধ ছিল। যদিও, আপুইয়া বা রদ্রিগেজকে পাওয়ার পর বাগানের মাঝমাঠ ও রক্ষণের শক্তিবৃদ্ধি হবে আশা করাই যায়। এই মুহূর্তে ২১ পরেন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল। সমান পরেন্ট নিয়ে দুই নম্বরে জামশেদপুর। তিন নম্বরে রয়েছে মোহনবাগান। তাদের সংগ্রহীত পরেন্ট ২০। আগামী শনিবার অর্থাৎ ৯ মে, বিকেল ৫টা নাগাদ গোয়ার বিরুদ্ধে ফতোরাদা স্টেডিয়ামে নামবে বাগান। সেই ম্যাচ যেমন জিততে হবে, তেমন বাকি ম্যাচগুলিতেও পরেন্ট নষ্ট করা চলবে না দলের, মানছেন বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা।

সচিনের সঙ্গে অভিষেক, ভারতের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার এখন অবসাদের বিরুদ্ধে লড়াই, রয়েছেন রিহাবে

মুম্বই, ৭ মেঃ এ দেশে খেলার পরিসরে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খুব বেশি কথা হয় না। স্কোরকার্ডে রান, উইকেট, স্ট্রাইক রেট উজ্জ্বল। কিন্তু ভাকজন ক্রিকেটার ভেতর থেকে কতটা ভেঙে পড়ছেন, তা সাধারণত আলোচনায় আসে কি? প্রাক্তন ভারতীয় পেসার সলিল আক্কোলকে কেন্দ্র করে এই প্রশ্ন ফের একবার সামনে এল। এক ইংরিজি সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, তীব্র অবসাদের কারণে পূণের কাছে একটি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছেন আক্কোলা। তাঁর স্ত্রী রিয়া আক্কোলা জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের অক্টোবরে মায়ের মৃত্যুর পর থেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন প্রাক্তন ক্রিকেটার। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায়, যে শেষ পর্যন্ত নিজেই চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেন। রিয়া বলেছেন, “হ্যাঁ, সলিল অবসাদে ভুগছিল। তাই কয়েক সপ্তাহ আগে ও পূনের কাছে একটি মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হয়। মায়ের মৃত্যু মেনে নিতে পারছিল না। বাবার অসুস্থ হয়ে পড়ছিল, মানসিকভাবে ভেঙে যাচ্ছিল। তাই শান্ত পরিবেশে চিকিৎসার সিদ্ধান্ত।” রিয়া জানিয়েছেন, পরিবারের সবাই খুশি, যে সলিল সময় থাকতে বিবর্তিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর কথায়, “আমরা পরিবার হিসেবে খুশি, ও পুরোপুরি ভেঙে পড়ার আগে



দুটি উইকেটও তুলে নেন। কেরিয়ারের মাঝপথে বাঁ-পায়ের শিনে টিউমার ধরা পড়ে। সেই চোট কার্যত থামিয়ে দেয় সলিলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বই ও মহারাষ্ট্রের হয়ে ৫৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ১৮১ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। পরে জাতীয় নির্বাচক হিসেবে কাজ করেছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, কয়েক দশক আগে মদ্যপানের আসক্তির জন্যও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল সলিলকে। অর্থাৎ, ক্রিকেটের বাইরের জীবনেও একাধিক কঠিন পর্ব দেখেছেন তিনি।